২০২৩ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা
রোহিঙ্গা মানবিক সংকট

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশ

মিয়ানমার থেকে আসা ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএনকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিচ্ছে বাংলাদেশ এবং দেশটি তার অথনীতি, সমাজ ও পরিবেশের জন্য খরচ ও প্রভাব মোকাবিলায় এর সীমিত সংস্থানের একটি বড় অংশ ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে।

এ ধরণের প্রভাবের একমুখী পরিবর্তন এড়াতে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদেরকে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবাসিত করতে বাস্তবসম্মত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর এমন সাড়াদান আশা করে যা দেশটির মানবিক আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

international community that is proportionate to Bangladesh's humane gesture, through tangible acts on ensuring the sustainable repatriation of Rohingyas.

বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ সরকার "বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (এফডিএমএন)" হিসাবে অভিহিত করে। জাতিসংঘ (ইউএন) এই জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক-এর সাথে মিল রেখে রোহিঙ্গা শরণার্থী বলে থাকে। এই যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনায় একই জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে উভয় পরিভাষাকেই সঠিক ধরে নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।
২০২৩ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনায় " ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী " বলতে সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ বা জনগোষ্ঠী বলতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি সাব-সেট বোঝানো হয়েছে, সংকটের কারনে যাদের সুরক্ষা বা মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বলে মূল্যায়নে উঠে এসেছে।

লক্ষিত জনগোষ্ঠী হল সেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যারা এই সাড়াদান পরিকল্পনার আওতায় সহযোগিতা ও সহায়তা কর্মকান্ডের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সরকার তার প্রতিনিধিদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছে যাতে অস্থায়ীভাবে রোহিঙ্গা শরনাথীরা/এফডিএম-দের অবস্থানস্থল বা বসবাসের জন্য বরাদ্দ এমন যে কোন স্থানে, এলাকায় অথবা প্রকল্পে অবাধে যে কোন পরিস্থিতিতে যাওয়া যায়।

এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নাম ও উপকরনের উপস্থাপনা কোনো দেশ, শহর, অঞ্চল বা এলাকার বা এর কর্তৃপক্ষের আইনি বৈধতা, অথবা এর সীমান্ত বা সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে কোনভাবেই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কোন মতামত নির্দেশ করে না।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ: প্রেক্ষাপট, কৌশলগত লক্ষ্য ও পদ্ধতি

মানবিক সাড়াদানে সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক ১৩
সংকটের সারসংক্ষেপ ১৪
চাহিদার সারসংক্ষেপ ১৬
সমন্বয় ১৬
যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা-সারসংক্ষেপ ও কৌশলগত লক্ষ্য ১৮
মূল লক্ষ্য ও চ্যালেন্জসমূহ ২১
কমিউনিটিগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমন ২১
ধারণাগত পরিকল্পনা ও বাধা ২১

দ্বিতীয় ভাগ: কক্সবাজারে সেক্টর সাড়াদান কৌশল ও আর্থিক চাহিদা

শিক্ষা ২৩
জরুরি টেলিযোগাযোগ ২৪
খাদ্যনিরাপত্তা ২৫
স্বাস্থ্য ২৬
জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন ২৭
পুষ্টি ২৮
সুরক্ষা ২৯
সাইট ব্যবস্থাপনা, সাইট উন্নয়ন, আশ্রয় ও নন-ফুড আইটেম ৩১
পানি, পয়:নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা ৩৩
সমন্বয় ৩৪

তৃতীয় ভাগ: ভাসান চরে সাড়াদান কৌশল ও আর্থিক চাহিদা

সারসংক্ষেপ ৩৫
সাধারণ সেবা ও লজিস্টিকস ৩৬
শিক্ষা ৩৭
খাদ্য নিরাপত্তা ৩৮
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ৩৯
জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন ৪০
সুরক্ষা ৪১

সাইট ব্যবস্থাপনা, শেল্টার ও নন-ফুড আইটেমস (এনএফআই) ৪২
পানি, পয়:নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা ৪৩

চতুর্থ ভাগ: পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: আপিলিং অংশীদার ও অথনৈতিক উপাত্ত (কক্সবাজার) ৪৫
পরিশিষ্ট ২: আপিলিং অংশীদার ও অথনৈতিক উপাত্ত (ভাসান চর) ৫৩
পরিশিষ্ট ৩: ২০২৩ জেআরপি অংশীদার ম্যাটিক্স (কক্সবাজার) ৫৬
পরিশিষ্ট ৪: ২০২৩ জেআরপি অংশীদার ম্যাটিক্স (ভাসান চর) ৬০

চিত্রের তালিকা

এক নজরে ১১
চিত্র ১: রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদানের সমন্বয় কৌশল ১৭
চিত্র ২: বিভিন্ন জেআরপি অংশীদার ২২
চিত্র ৩: ভাসান চরে সাড়াদানের জন্য সেক্টর অনুযায়ী আর্থিক চাহিদা ৩৫

সংক্ষিপ্ত নামের তালিকা

এএপি	ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের কাছে জবাবদিহিতা
এজিডি	বয়স, লিঙ্গ ও বৈচিত্র্য
এএলপি	দ্রুত শিক্ষা কমসূচি
এপিবিএন	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন
এআরআরআরসি	অতিরিক্ত শরনার্থী ত্রান ও প্রত্যাবাসন কমিশনার
সিআইসি	ক্যাম্প ইন চার্জ
কোভিড ১৯	করোনাভাইরাস ডিজিজ
সিপিএসএস	শিশু সুরক্ষা সাব-সেক্টর
ডিসি	জেলা প্রশাসক
ডিডিজিপি	জেলা উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা
ডিইও	শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিপিই	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিপিইও	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কার্যালয়
ইপিআর	জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান
ইটিএস	জরুরি টেলিযোগাযোগ সেক্টর
এফডিএমএন	বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক
এফএসএস	খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টর
জিবিভি	লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা
জিবিভিএসএস	লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সাব-সেক্টর
এইচআইভি	হিউমেন ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস
আইএনএফ	সমন্বিত পুষ্টি সুবিধা
আইপিসি	সংক্রমণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
আইএসসিজি	আন্ত:সেক্টর সমন্বয় গ্রুপ
জে-এমএসএনএ	যৌথ মাল্টি-সেক্টর চাহিদা মূল্যায়ন
জেআরপি	যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা
এলসিএফএ	লার্নিং কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাপ্রোচ
এলপিজি	তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস
এলডিএসডি	জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন সেক্টর
এমওডিএমআর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়
এমওএফএ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এমওএইচএ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এমওএইচএফডব্লিউ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
এমওএসডব্লিউ	সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়
এমওডব্লিউসিএ	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এমওইউ	সমঝোতা স্মারক
এমসি	মিয়ানমার কারিকুলাম
এনএফআই	নন-ফুড আইটেম
এনজিও	বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা
এনটিএফ	জাতীয় টাস্কফোর্স
পিএলডব্লিউ	গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী
পিএসইএ	যৌন সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা
আরইভিএ	শরনার্থী আগমনে সৃষ্ট ঝুঁকি মূল্যায়ন
আরআইএমএ	স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবতন সূচক পরিমাপ ও বিশ্লেষণ
আরওসিটি	শরণার্থী অপারেশন ও সমন্বয় টিম
আরআরআরসি	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার
এসইএ	যৌন সহিংসতা ও নির্যাতন
এসইজি	স্ট্র্যাটেজিক একসজিকিউটিভ গ্রুপ
এসএমএসডি	সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন
ইউএন	জাতিসংঘ
ইউএনওএস	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইউএসডি	মার্কিন ডলার
ওয়াশ	পানি, পয়:নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা

Aerial view of Refugee Camps in Kutupalong-Balukhali Expansion. © NPM UAV Imagery/June 2022

বাংলাদেশ: কক্সবাজার শরণার্থী/এফডিএমএন-এর আনুমানিক সংখ্যা ২০২৩

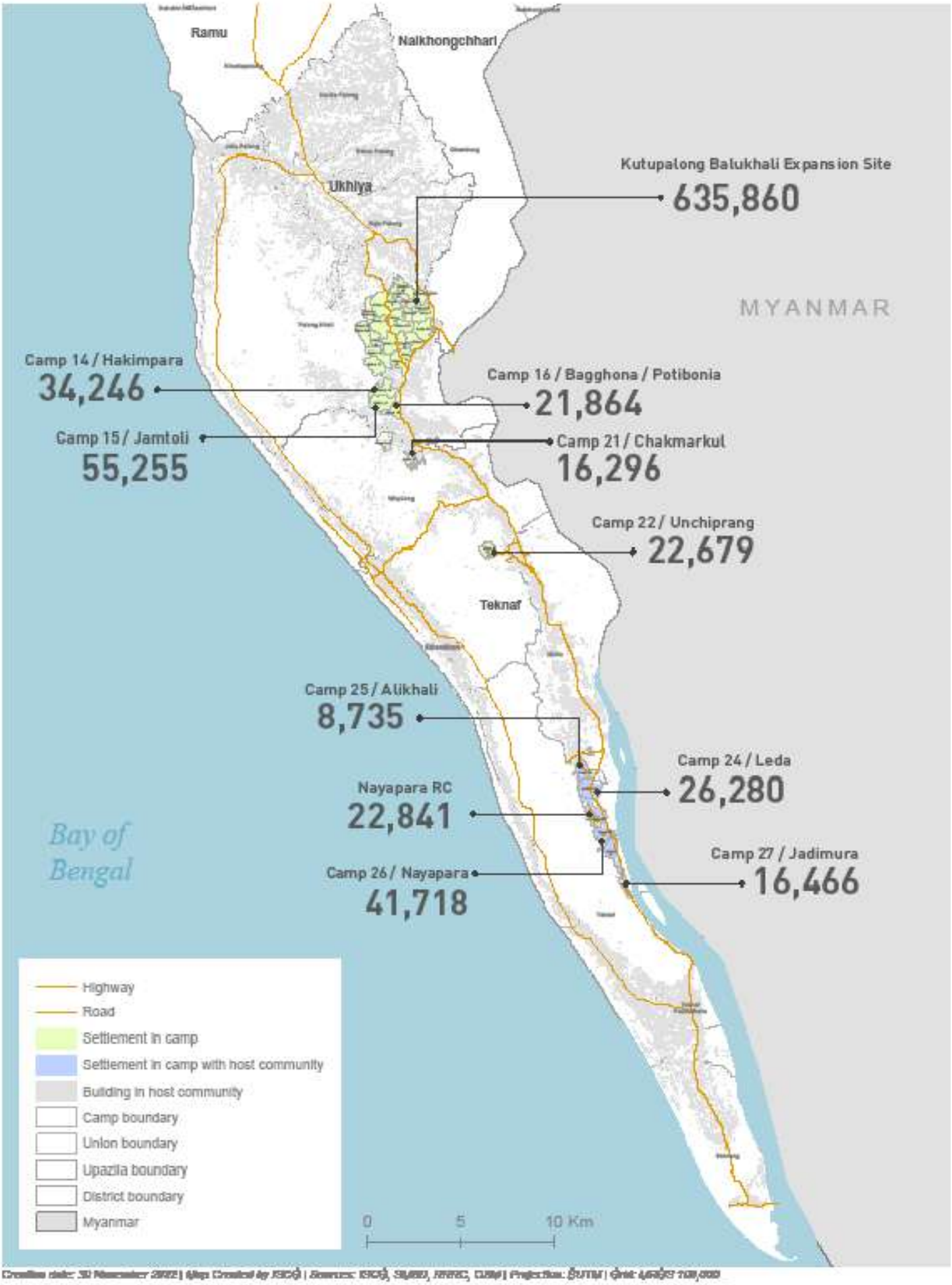

বাংলাদেশ: কক্সবাজার শরণার্থী/এফডিএমএন-এর আনুমানিক সংখ্যা

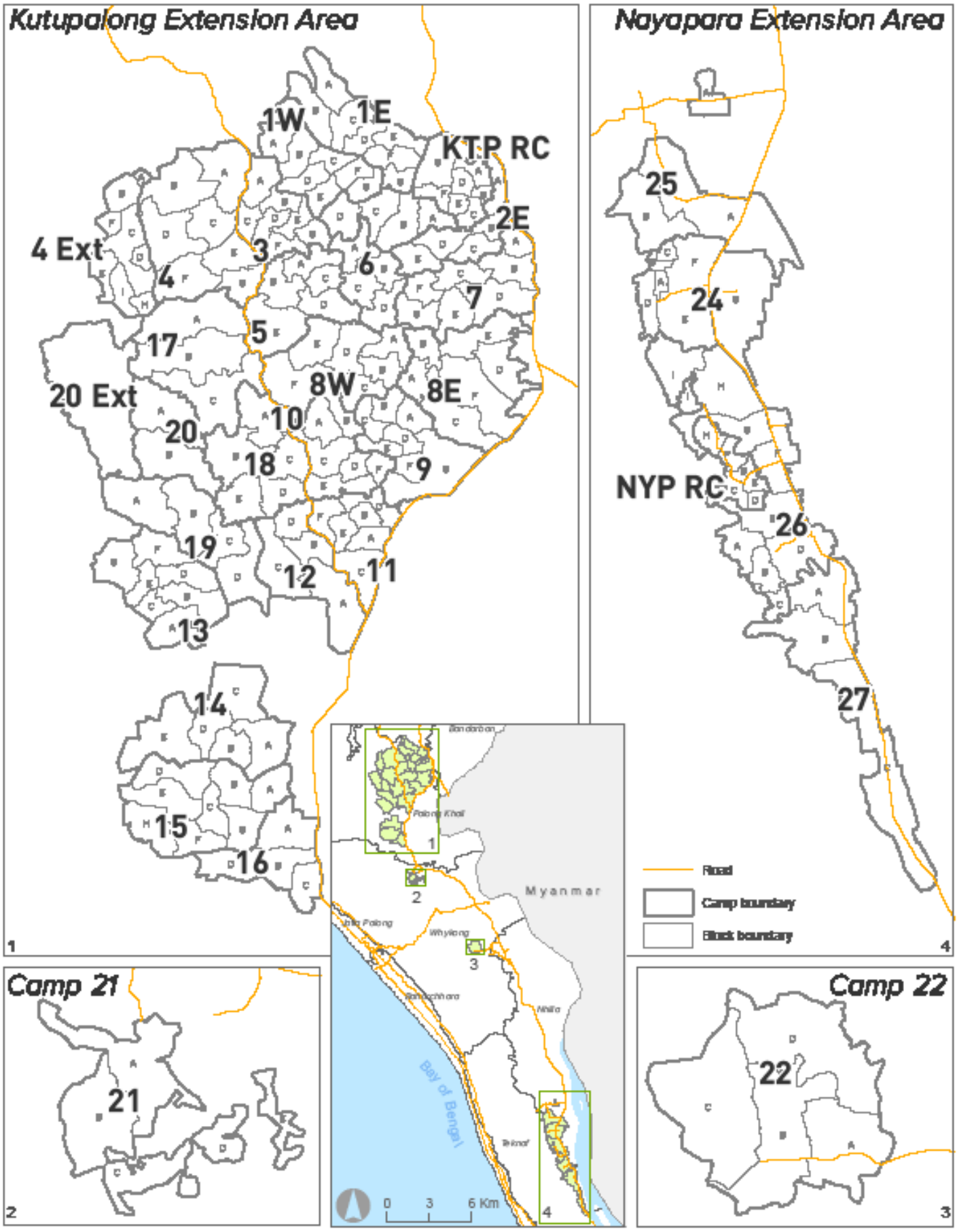

Creation date: 30 November 2022 | Map Created by ISCG | Sources: ISCG, SMSD, RRRC, OSM | Projection: EUTM
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

বাংলাদেশ: কক্সবাজার শরণার্থী/এফডিএমএন-এর আনুমানিক সংখ্যা ২০২৩

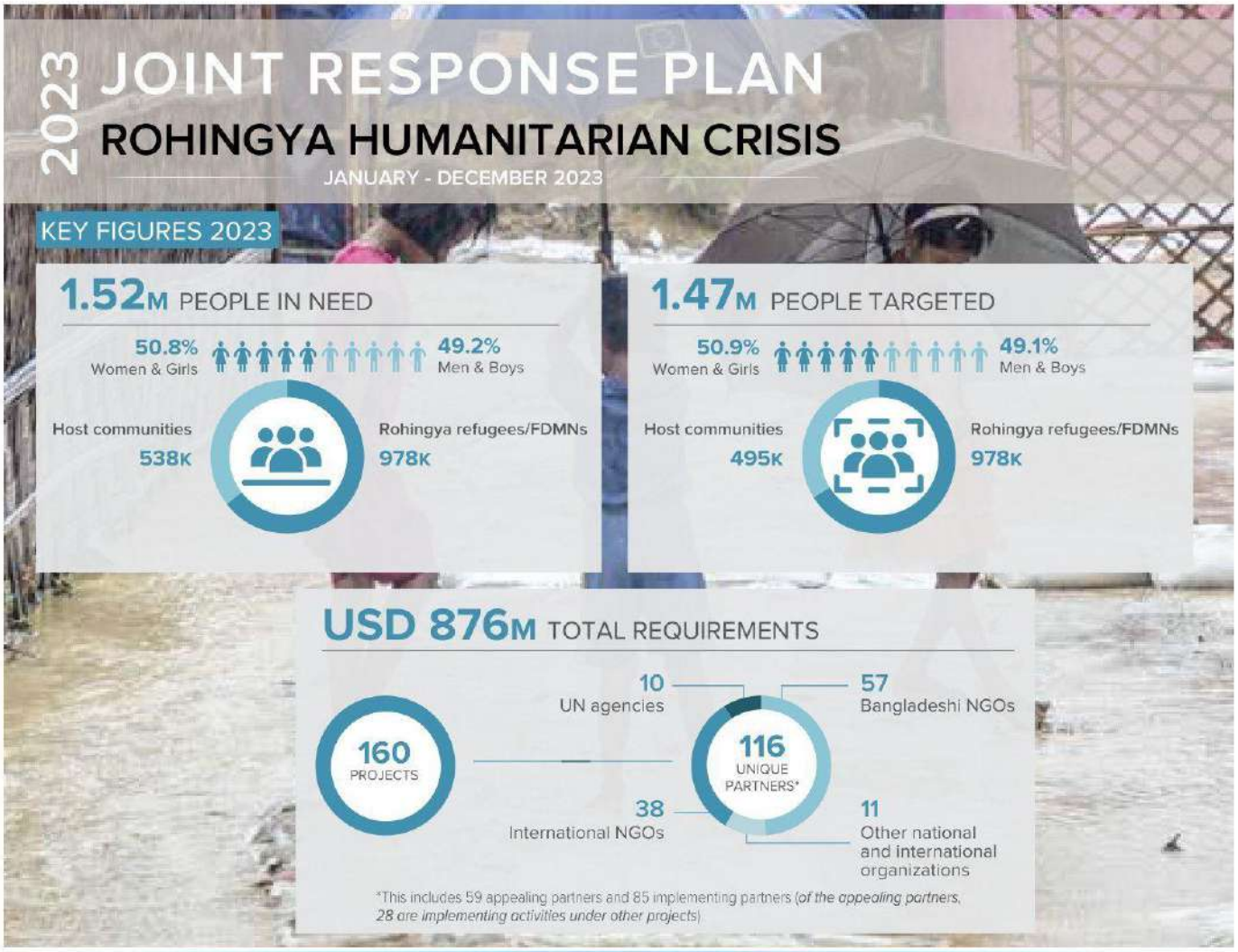

কৌশলগত লক্ষ্য ১

রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-দের মিয়ানমারে স্থায়ী প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা।

রাখাইন রাজ্যের জীবিকার সুযোগ-সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-দেরকে সহযোগিতা করা, যার লক্ষ্য থাকবে তাদেরকে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও স্থায়ীভাবে প্রত্যাবাসিত করা এবং মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে পুনরায় যুক্ত করা।

কৌশলগত লক্ষ্য ২

রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন নারী, পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেদের সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

বাংলাদেশ সরকার ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের মৌলিক অধিকার ও কল্যানকে গুরুত্ব দেয় এমন একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

কৌশলগত লক্ষ্য ৩

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে জীবন-রক্ষাকারী সহযোগিতা প্রদান।

মানবিক সহায়তা প্রয়োজন এমন জনগোষ্ঠীর জন্য কক্সবাজার ও ভাসান চরে সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সেবা ও সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা। বাংলাদেশ সরকার ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদানের প্রস্তুতি ও পূর্ব -পরিকল্পনা বিস্তৃত করা।

কৌশলগত লক্ষ্য ৪

উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যান এগিয়ে নেওয়া।

বাংলাদেশ সরকার ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে এবং উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা আশ্রয় দেওয়ার প্রভাব প্রশমনের মনোভাব নিয়ে সম্প্রদায়গুলোকে মানসম্মত সেবা প্রাপ্তির ন্যায্য অধিকার প্রদান করা, রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমন করা, পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসেবামূলক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, টেকসই জীবিকার সন্ধানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা এবং পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ করা।

কৌশলগত লক্ষ্য ৫

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।

রোহিঙ্গাদের দলবদ্ধভাবে দেশত্যাগ এবং দীর্ঘদিন বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার কারণে পরিবেশের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা বাংলাদেশ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রশমিত করা। এর মধ্যে রয়েছে ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ

TARGETED POPULATION: ROHINGYA REFUGEES/FDMNs AND HOST COMMUNITY IN UKHIYA AND TEKNAF

902,798

51.4% Women & Girls | 48.6% Men & Boys

- **471,673** Children (<18 yrs)
  - 229,716 girls
  - 241,957 boys
- **395,787** Adults (18-59 yrs)
  - 218,845 female
  - 176,942 male
- **35,338** Elderly (60+ yrs)
  - 15,505 female
  - 19,833 male

495,431

49.8% Women & Girls | 50.2% Men & boys

- **235,703** Children (<18 yrs)
  - 115,089 girls
  - 120,615 boys
- **238,714** Adults (18-59 yrs)
  - 122,988 female
  - 115,726 male
- **21,013** Elderly (60+ yrs)
  - 8,560 female
  - 12,454 male

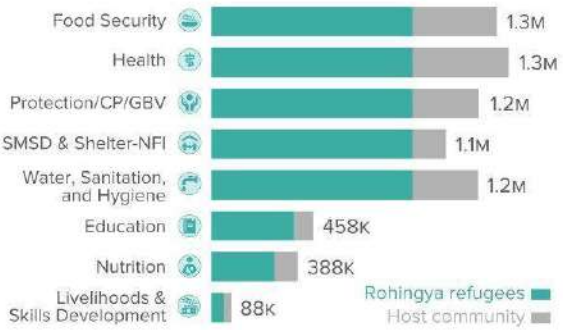

TARGETED POPULATION: ROHINGYA REFUGEES/ FDMNs IN BHASAN CHAR*

75,000**

51.3% Women & Girls | 48.7% Men & boys

- **41,107** Children (<18 yrs)
  - 20,277 girls
  - 20,237 boys
- **32,237** Adults (18-59 yrs)
  - 17,486 female
  - 14,751 male
- **1,656** Elderly (60+ yrs)
  - 680 female
  - 976 male

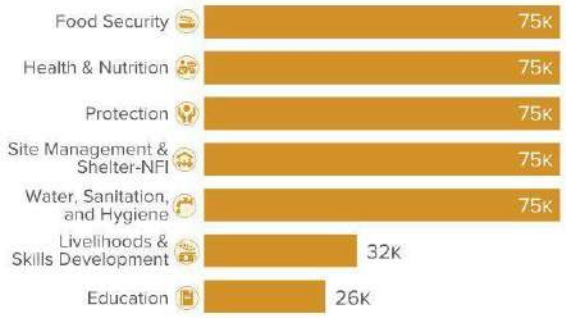

BREAKDOWN OF PRIORITIZED NEEDS (COX'S BAZAR)

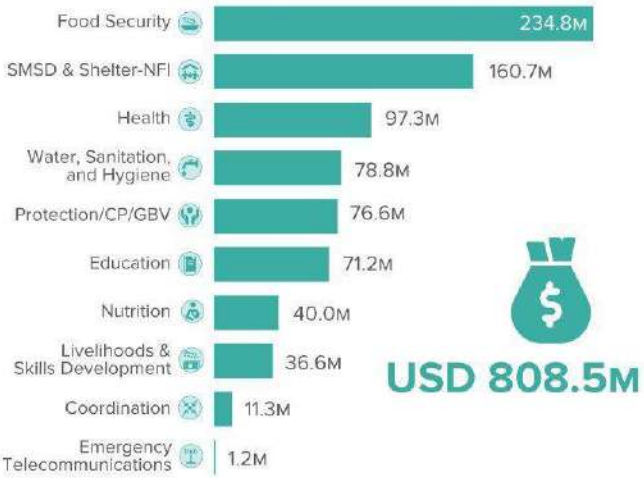

USD 808.5M

BREAKDOWN OF PRIORITIZED NEEDS (BHASAN CHAR)

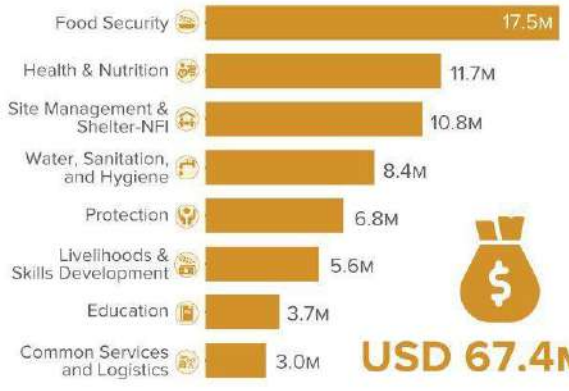

USD 67.4M

2023 JOINT RESPONSE PLAN APPEALING PARTNERS

ACF, ACLAB, Agrajattra, AMAN, Arannayk, BDRCS, BRAC, CAID, CARE, Caritas, CBMG, COAST, CWW, DCA, DRC, Educo, FAO, FiA, FIVDB, Friendship, GH, GUSS, HAEFA, HAI, HAP, HEKS/EPER, HI, HSI, IOM, IRC, IRW, MedGlobal, MSI, Mukti, Nabolok, NGOF, NRC, Oxfam, PARC, Plan, Prantic, Prottyashi, PWJ, RDRS, RPN, SAWAB, SC, TdH, Tearfund, UNDP, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNPFA, UN Women, WFP, WHH, WHO, WVI

* The Bhasan Char Response is led by the Government of Bangladesh, with the support of UNHCR on behalf of the broader humanitarian community. It is coordinated separately from the Sectors in Cox's Bazar.

** The Government of Bangladesh plans on relocating a total of 100,000 Rohingya refugees/FDMNs to Bhasan Char by the end of 2023. This JRP is appealing to support 75,000 Rohingya refugees/FDMNs on Bhasan Char. Adjustments to the appeal will be made, if required, based on the actual number of Rohingya refugees/FDMNs on Bhasan Char.

প্রেক্ষাপট, কৌশলগত লক্ষ্য ও পদ্ধতি

মানবিক সাড়াদানে সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক

মানবিক সাড়াদানে সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক ২০২৩ জেআরপিতে থাকা সামগ্রিক মানবিক সাড়াদানের দিক নির্দেশনা দেয় এবং বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণাঙ্গ অংশীদারিত্বে ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় এটি বাস্তবায়ন করা হবে।
তিনটি মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক 'ডু-নো-হার্ম' নীতি বিবেচনায় নিয়ে সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট জরুরি চাহিদা, লক্ষিত সুরক্ষা কার্যক্রম, মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পরিমাপ করা, জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা, তথ্য ও ফিডব্যাক ম্যাকানিজমের প্রতুলতা এবং সমগ্র মানবিক সাড়াদানে সকল মানবিক সহায়তা অংশীদারের সুরক্ষা ও জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির উপর গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই ফ্রেমওয়ার্কে মানবিক সহায়তাকারীরা একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং তথ্য আদান-প্রদান ও ফিডব্যাক মেকানিজম ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএনসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুরক্ষা স্তম্ভ ১: যেহেতু রোহিঙ্গারা শেষ পর্যন্ত ফিরে যাবে এবং তাদের সমাজে পুনরায় যুক্ত হবে তাই তাদের মধ্যে মিয়ানমারে
থাকা সুযোগ-সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী/ এফডিএমএন-দেরকে স্থায়ীভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে কাজ করা ও সেভাবে তাদেরকে প্রস্তুত করা। ২০২৩ মিয়ানমার মানবিক সাড়াদান পরিকল্পনা ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদার সাথে ও স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে
ইউএন সিস্টেম মিয়ানমারে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

সুরক্ষা স্তম্ভ ২: সহায়তা ও সেবা প্রাপ্তির মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি পরিবেশে বাংলাদেশ সরকার-জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার নিবন্ধন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিচিতি এবং সরকারি দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ঠিক রাখা এবং তাদেরকে নিরাপদে, স্বেচ্ছায়, মর্যাদার সাথে ও স্থায়ীভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করা।

সুরক্ষা স্তম্ভ ৩: বাংলাদেশ সরকারের একান্ত সহযোগিতায় এবং সকল শরণার্থী নারী, পুরুষ, মেয়ে, ছেলে ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য ন্যায্য সাধারণ সহায়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোহিঙ্গা

শরণার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশের প্রচলন করা। এর মধ্যে রয়েছে মিয়ানমারে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা; বাল্যবিবাহ, গৃহ নির্যাতন, যৌন সহিংসতা ও সমুদ্রপথে বিপজ্জনকভাবে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টাসহ নানা ধরণের সুরক্ষা ইস্যু নিয়ে কাজ করা ও এগুলোতে সাড়াপ্রদান; দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেওয়া; এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমন।

সংকটের সারসংক্ষেপ

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের দায় মিয়ানমারের। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কৌশলগত বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই নিপীড়নের ফলে বারবার রোহিঙ্গা শরণার্থীরা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। রাখাইন রাজ্যে ১৯৭৮, ১৯৯২, ২০১২ এবং আবারও ২০১৬ সালে সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই অনুপ্রবেশ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। আগে যে সব রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিলো তারা মাতৃভূমি রাখাইন রাজ্যে ফেরত গিয়েছিল। অদ্যাবধি, মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে শরণার্থীদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে। মিয়ানমার সম্পর্কে ইউএন ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন বলেছে যে, গণহারে দেশত্যাগের মূল কারণগুলোর মধ্যে ছিল মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং অন্যান্য মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন[১]।

২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকার- জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা যৌথ নিবন্ধন কার্যক্রমে বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়েছে প্রায় ৯৪৫,৯৫৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন। এসকল শরণার্থী কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায়[২] এবং ভাসান চরে বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া ৩৩টি চরম ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে বসবাস করছে।

বাংলাদেশ কয়েক দশক ধরে, বিশেষ করে ২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর পর মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে উদারভাবে নিরাপত্তা দিয়ে আসছে। এই সংকটের কারণে বাংলাদেশ অন্যান্য বিষয়ের সাথে অর্থনৈতিকভাবেও বিশাল একটি দায়িত্ব ও বোঝা বহন করেছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে স্বেচ্ছায়, মর্যাদার সাথে, নিরাপদে ও স্থায়ীভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে হাজার হাজার জীবন বাঁচিয়েছে ও জীবনমান উন্নত করেছে। সরকারের বর্তমান নীতিগত কাঠামোতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএফএন-দের উপস্থিতি অস্থায়ী ও ঐচ্ছিক, এবং পরিস্থিতি অনুকুলে আসার সাথে সাথে তাদেরকে অবশ্যই স্থায়ীভাবে প্রত্যাবাসিত করা হবে। এই সংকট এখন পাঁচ বছরে পদার্পণ করেছে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-রা বরাবরই মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছেন।

বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে মানবিক সহায়তা গোষ্ঠী সাধারণ মানবিক সহায়তা ও সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রত্যাবাসন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করবে। এজন্য মিয়ানমারে থাকা জীবিকার সুযোগ সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম[৩] এবং মিয়ানমার কারিকুলামে শিক্ষামূলক কার্যক্রম শক্তিশালী ও এগুলোর পরিসর বিস্তৃত করা হবে যা মিয়ানমারের সমাজব্যবস্থায় পুনরায় যুক্ত হওয়ার জন্য রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে প্রস্তুত করতে একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। যেহেতু এই সংকটের সমাধান রয়েছে মিয়ানমারের হাতে, সে কারনে রোহিঙ্গাদেরকে স্বেচ্ছায় নিরাপদে, মর্যাদার সাথে ও স্থায়ীভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসিত করার মধ্য দিয়ে সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো ও দৃশ্যমান প্রচেষ্টা আবশ্যক। রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশে চলমান মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে জরুরি আর্থিক সহযেগিতা অব্যাহত রাখা দরকার। অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মানবিক চাহিদা মেটাতে সময়োপযোগী পর্যাপ্ত অর্থায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

শরণার্থী/এফডিএমএন-এর বেশিরভাগ হল নারী, মেয়ে ও ছেলে-যারা নির্যাতন, শোষণ ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি)[৪] ঝুঁকিতে রয়েছে। শরণার্থী/এফডিএমএন-এর মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি শিশু। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার কারণে এসকল শিশুর উপর এই সংকটের প্রভাব আরও বেশি।

বাংলাদেশ সরকার-জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা কর্তৃক শরণার্থী/এফডিএমএন নিবন্ধন এই কর্মকান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শরণার্থী এফডিএমএন-দের পরিচিতি ও কাগজপত্র ঠিক রাখতে সহযোগিতা করছে এবং এটি ক্যাম্পগুলোতে দেওয়া সহায়তা প্রাপ্তির মূল ভিত্তি। রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন ও বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা পরিবারগুলোর জন্য শেল্টার তৈরিতে সাহায্য করেছে এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ই-ভাউচার আউটলেট, ফ্রেশ ফুড কর্নার ও কৃষকের বাজার শরণার্থী/এফডিএমএন-দের খাবার-দাবারে বৈচিত্র্য এনেছে এবং সেই সাথে বাংলাদেশি কৃষকদের জন্য তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

১. এ/এইচআরসি/৩৯/৬৪, মিয়ানমার সম্পর্কে স্বাধীন ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের প্রতিবেদন, প্যারা ৮৮।
২. বাংলাদেশের একটি প্রশাসনিক ইউনিট হল উপজেলা। জেলাসমূহ উপজেলায় (বা সাব-ডিস্ট্রিক্ট) বিভক্ত, তারপর আসে ইউনিয়ন, তারপর ওয়ার্ড এবং শেষে গ্রাম।
৩.বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে হওয়া খসড়া দক্ষতা বৃদ্ধি ক্রেসওয়ার্ক অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রাখাইন রাজ্যে থাকা সুযোগ-সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
৪. এ ডকুমেন্টের সব জায়গায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বোঝাতে বাংলাদেশ সরকাররে অবস্থানের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হেলথ ফ্যাসিলিটিগুলো রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত সেবা প্রদান করছে এবং কোভিড-১৯ মহামারির মতো অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে।

নারী ও তরুণীদের যৌন ও প্রজনন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণে পরিবার পরিকল্পনা[৫] কৌশলের মাধ্যমে একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন চাহিদায় নজর দেওয়ার পাশাপাশি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদান, এবং সেই সাথে শিশুদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার কৌশলও বলবৎ রয়েছে, যেমন মনোসামাজিক সহযোগিতা। পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তি সহজ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অস্থায়ীভাবে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের চাহিদা পূরণে প্রতিরোধমূলক ও জরুরি পুষ্টি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রমকে অন্যান্য সেবার সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

মিয়ানমারের ভাষায় মিয়ানমার কারিকুলামে রোহিঙ্গা শিশু ও তরুণদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৫,৭০০ টি অস্থায়ী লার্নিং সেন্টার নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে শিক্ষক ও ইনস্ট্রাক্টরদেরকে প্রশিক্ষিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ৩,২০০ হেক্টরেরও বেশি উজাড় হয়ে যাওয়া বনভূমিতে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে এবং সমগ্র সাড়াদান কার্যক্রমে রিসাইকেল করার সিস্টেম ও পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার অন্যান্য কর্মকান্ড সমন্বয় করা হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন স্বেচ্ছাসেবীরা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, অস্থায়ী শেল্টার নির্মাণ, জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান, পুনঃবনায়ন এবং শ্রেণিকক্ষে মিয়ানমার কারিকুলামে পাঠদানে সহায়তা করার পাশাপাশি রোহিঙ্গা শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী ও ঝুঁকিতে থাকা নারীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে।

ঘনবসতির কারণে কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে শরণার্থীরা গাছ কেটে ফেলতে বাধ্য হবে এবং এর ফলে বনভূমি উজাড় হবে; এবং বিশুদ্ধ পানি ও পরিচ্ছন্নতার উপকরণ সরবরাহ না করলে শরণার্থী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের অবনতি হবে। কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোতে থাকা শেল্টার ও ফ্যাসিলিটিগুলোর অবস্থান ও ঘনবসতির কারণে সেগুলোতে জীবিকা বাধাগ্রস্থ হওয়া, অগ্নিকান্ড, ভূমিধ্বস ও বন্যার বাড়তি ঝুঁকি রয়েছে। এই বিষয়গুলো সেখানকার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক, এবং ভাসান চরে ১০০,০০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন স্বেচ্ছায় গমনে সরকারের পরিকল্পনা শক্তিশালীকরনকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই কার্যক্রম একটি সংকটকালীন কার্যক্রম হিসাবেই থাকছে।

কক্সবাজার জেলায় প্রায় ২৮ লাখ বাংলাদেশি নাগরিকের বসবাস, যার মধ্যে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাতেই বসবাস করছে প্রায় ৫৩৭,৯০০ জন। রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন উপস্থিতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে এই জনসংখ্যার উপর। রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএনএম-এর সংখ্যা স্থানীয় জনসংখ্যার চাইতে বেশি হওয়ায় এটি জনসংখ্যার ভারসাম্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। সরকারের একান্ত সহযোগিতায় মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে আশ্রয় দেওয়ার মত উদারতা দেখানো বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষিত সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হল সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য, জীবিকা, পুষ্টি, শিক্ষা ও কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার খাতসহ অন্যান্য খাতে অতি জরুরি এভিডেন্স ভিত্তিক চাহিদা মেটাতে এবং একইসাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমনে কাজ করা।

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে বেশি আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকিতে থাকা দেশের অন্যতম যেখানে বর্ষা মৌসুমে ভূমিধস, বন্যা ও ছোঁয়াচে রোগের কারনে মৃত্যু ও আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-রা বন্যা, ভূমিধস, অগ্নিকান্ড, ঘূর্ণিঝড় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মারাত্নক ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অতীত অভিজ্ঞতা আলোকে মানবিক সংস্থাগুলো জরুরি অবস্থায় সাড়াদানের প্রস্তুতি জোরদার করবে। রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০২৩ সালের বিভিন্ন কর্মকন্ডের আওতায় বিপর্যয় ঝুঁকি কমানো ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করার কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে।

বাংলাদেশ সরকার ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে ৩০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-কে স্বেচ্ছায় কক্সবাজারের ক্যাম্প থেকে ভাসান চরে স্থানান্তরিত হতে সাহায্য করেছে এবং ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ মোট ১০০,০০০ শরণার্থীকে স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছে। রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএন-দের মধ্যে চরে প্রাপ্ত সব সুযোগ-সুবিধা ও কার্যক্রম বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে জোর তৎপরতা চালানো হবে যাতে তারা সবকিছু জেনেশুনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (জাতিসংঘের পক্ষে) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যেখানে মানবিক ও সুরক্ষা নীতি এবং বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার ও নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ ফ্রেমওয়ার্ক প্রাধান্য পেয়েছে। জরুরি সহায়তা কার্যক্রম ভাসান চরের রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে চাহিদা ভিত্তিক সহায়তা প্রদানে সরকারকে সহযোগিতা ও সমর্থন করবে।

৫. রোহিঙ্গা মানবিক সংকটে স্বাস্থ্য সেক্টরের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রপ পরিবার পরিকল্পনা কৌশল ২০২১-২০২৩ তৈরি করেছে। এটি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (ডিজিএফপি) ও আরআরআরসি কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

চাহিদার সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার অনুমোদিত শরনাথী আগমনে সৃষ্ট ঝুঁকি নিরূপণ (আরইভএি-৫)৬ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গা পরিবারগুলোর ৯৫ শতাংশ ২০২০ সালের মতোই (৯৬%) সাধারন বা মোটামুটিভাবে উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এবং মানবিক সহায়তার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

জে-এম.এস.এন.এ (জয়েন্ট মাল্টি সেক্টর নিড এসেসমেন্ট) এর ২০২১ সালের ফলাফল এবং সাম্প্রতিক সেক্টর মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় যে, রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএম.এন-দের সবচেয়ে বেশি কাংখিত চাহিদাগুলোর মধ্যে রয়েছে বাসস্থানের উপকরণ, খাদ্য, সুরক্ষা, জ্বালানি, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রান্নার উপকরণ, পুষ্টি এবং শিক্ষা। এছাড়াও অধিকাংশ নারী ও মেয়ে নিরাপদ ও সচল ল্যাট্রিন এবং বিদ্যুতের কথা উল্লেখ করেছে। বিশেষত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট চাহিদা প্রায়শই রিপোর্ট করা হয় না। শিশু ও নারীদের প্রতি সহিংসতা, বিশেষ করে যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এতটাই ভয়ংকর যে তা সারভাইভারকে নিশ্চুপ করে দিতে পারে এবং চিকিৎসা পাওয়া ও অপরাধের প্রতিকারের পথ বন্ধ করে দিতে পারে। এছাড়াও শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ঘাটতি রয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য। তথ্যমতে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের একটি বিরাট অংশ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। নারী শিক্ষার্থীদের বেলায় এই ঘাটতি আরও বেশি। ভাসান চরে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএন-দের কক্সবাজারের মত একই ধরনের চাহিদার থাকলেও ভৌগলিক অবস্থানের কারনে তাদের অতিরিক্ত কিছু দরকার হয়ে থাকে।

কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট করা চাহিদাগুলোর মধ্যে রয়েছে শেল্টারের উপকরণ, উপার্জন করার মত কাজ ও কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার মধ্যে রয়েছে রান্নার জ্বালানি, নিরাপদ ও সচল ল্যাট্রিন এবং বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি।

সমন্বয়

বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার ও ভাসান চরে রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেয় ও এর সমন্বয় করে থাকে। ২০১৩ সালে মিয়ানমারের শরণার্থী ও অ-নিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিক বিষয়ক জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করা হয়। সেই অনুসারে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বডি হিসেবে জাতীয় টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ) গঠন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এই টাস্কফোসের সভাপতিত্ব করে থাকে। এটি সামগ্রিক সাড়াদান প্রক্রিয়া তদারকি করে ও এর জন্য কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়াও ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমওএইচএ) নেতৃত্বে সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের (এমওডিএমআর) অধীনে কক্সবাজারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ক সাড়াদান কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্বে রয়েছে। কক্সবাজার জেলার বেসামরিক প্রশাসনের নেতৃত্বে থাকা জেলা প্রশাসক (ডিসি) বাংলাদেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সাড়াদান কার্যক্রম সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এবং নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসককে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়।

রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে মানবিক সহায়তাকারীদের সামগ্রিকভাবে দিকনির্দেশনা প্রদান করে স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রপ (এসইজি)। এটি এনটিএফ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে লিয়াজোঁ করাসহ অন্যান্য উপায়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে। জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটর (আবাসিক প্রতিনিধি), জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার প্রতিনিধি ও আইওএম মিশন প্রধান এসইজি সহ-সভাপতি হিসাবে কাজ করেন।

আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তার যে কোন কৌশল, নীতমালা, অংশীদারিত্ব দলিল অথবা চুক্তি অথবা সমঝোতা স্মারক জাতিসংঘের সংস্থাগুলো ও সরকারের মধ্যে চূড়ান্ত হওয়ার আগে ন্যাশনাল টাস্ক ফোসের সভাপতি হিসাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়রে অনুমোদনের প্রয়োজন হয় ।

আরআরআরসি, ডিসি ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে লিয়াজোঁ করাসহ বিভিন্নভাবে কক্সবাজারে মাঠ পর্যায়ের সাড়াদান কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে সমন্বয় করেন আন্তঃসেক্টর সমন্বয় গ্রপ (আইএসসিজি) সচিবালয়ের প্রধান সমন্বয়ক। আইএসসিজির প্রধান সমন্বয়ক সাব-অফিস গ্রপের প্রধানগণের (এইচওএসজি) সভাপতিত্ব করেন। এখানে থাকেন কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইউএন এজেন্সির প্রধানগণ, সাড়াদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সদস্যগণ এবং সেই সাথে কক্সবাজারের দাতা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ। সাড়াদান কার্যক্রমে আন্তঃসেক্টর সমন্বয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইএসসিজি আরআরআরসি- এর সাথে নিয়মিত সেক্টর মিটিংসহ সেক্টর/ওয়ার্কিং গ্রপ (ডবিউজি) সমন্বয়কদের গ্রপের সাথে বিভিন্ন সভার আয়োজন করে। ভাসান চরের আন্ত-সেক্টর সমন্বয় কাঠামোর নেতৃত্ব দিয়ে থাকে ইউএনএইচসআির, সরকাররে পক্ষে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন সাড়াদান প্রক্রিয়ায় অপারশেনাল কাউন্টারপার্ট হিসাবে থাকে।

এসইজি সহ-সভাপতি কক্সবাজারে সমন্বয় প্রক্রিয়া শুরু করছে যা ২০২৩ সালে বাস্তবায়িত হবে।

৬. আরইভিএ প্রতিবেদনের সারমর্ম এখানে পাওয়া যাবে
৭. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে জে-এম.এস.এন.এ এর ফলাফল এখানে পাবেন

২০২২ সালে মানবিক সহায়তা গোষ্ঠী কিছু যৌক্তিক নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-দের জন্য সময়মতো, কার্যকর ও আগাম ধারনার ভিত্তিতে সব ধরনের মৌলিক সেবার সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং মানবিক সহায়তা গোষ্ঠীর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনা। এসব মৌলিক বিষয় মাথায় রেখে, ক্যাম্পেগুলোতে সমান সেবা নিশ্চিত করতে সব সেক্টর তাদের অংশীদারদের কাজের পরিধি ও মান পর্যালোচনা করেছে। এই অনুশীলনের মাধ্যমে জেআরপি ২০২৩ এর সংস্কার সাধিত হয়েছে যা অব্যাহত থাকবে।
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে এবং এসইজি ও আরওসিটি-কে নিয়মিত আপডেট দেওয়ার মাধ্যমে জেলা উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা (ডিডিজিপি) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতায় নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

এই সমন্বয় পদ্ধতি ক্রস কাটিং ইস্যুতে সবগুলো সেক্টর ও মানবিক অংশীদারদের কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে, সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক ও ভাসান চরের ব্যাপারে জাতিসংঘের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী সুরক্ষা কেন্দ্রীকরন নিশ্চিত করা। সুরক্ষা মেইনস্ট্রিমিং হলো সবগুলো কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়নের অন্যতম উপায়, সুরক্ষা ঝুঁকি ও সম্ভাব্য লংঘন মাথায় রেখে সহায়তা কর্মসূচি বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বয়স, লিঙ্গ ও ডাইভারসিটি/বৈচিত্র্য (এজিডি)-কে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে, মানবিক সহায়তাকারী গোষ্ঠীগুলো এটি নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে- যাতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই সমানভাবে তাদের অধিকার লাভ করে। এর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা সংবেদনহীন প্রতিবন্ধীও রয়েছে যারা কিনা নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারনে সমাজে অন্যদের সাথে সমানতালে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে পারে না।

ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা (এএপি) মানবিক অংশীদারদের অঙ্গীকার যাতে রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী জবাবদিহি করতে পারে আর তাদেরকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায়। পরিশেষে, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানবিক সহায়তা কর্মীদের যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা (পিএসইএ) থেকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যেটি কিনা এক ধরনের লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতাও বটে । জাতিসংঘ ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ জেআরপি'র সকল অংশীদারদের পিএসইএ নেটওয়ার্কের সদস্য হওয়া ও বৈশ্বিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরন বাধ্যতামূলক।

প্রতিবেদন পেশ:

আইএসসিজি'র মাধ্যমে মানবিক সহায়তা গোষ্ঠী রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও প্রাণের উপর সৃষ্ট প্রভাব এবং ফলাফল ও বিতরনযোগ্য পরিকল্পনাসহ জেআরপি বাস্তবায়ন বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

Figure 1: Coordination mechanism for the Rohingya humanitarian response

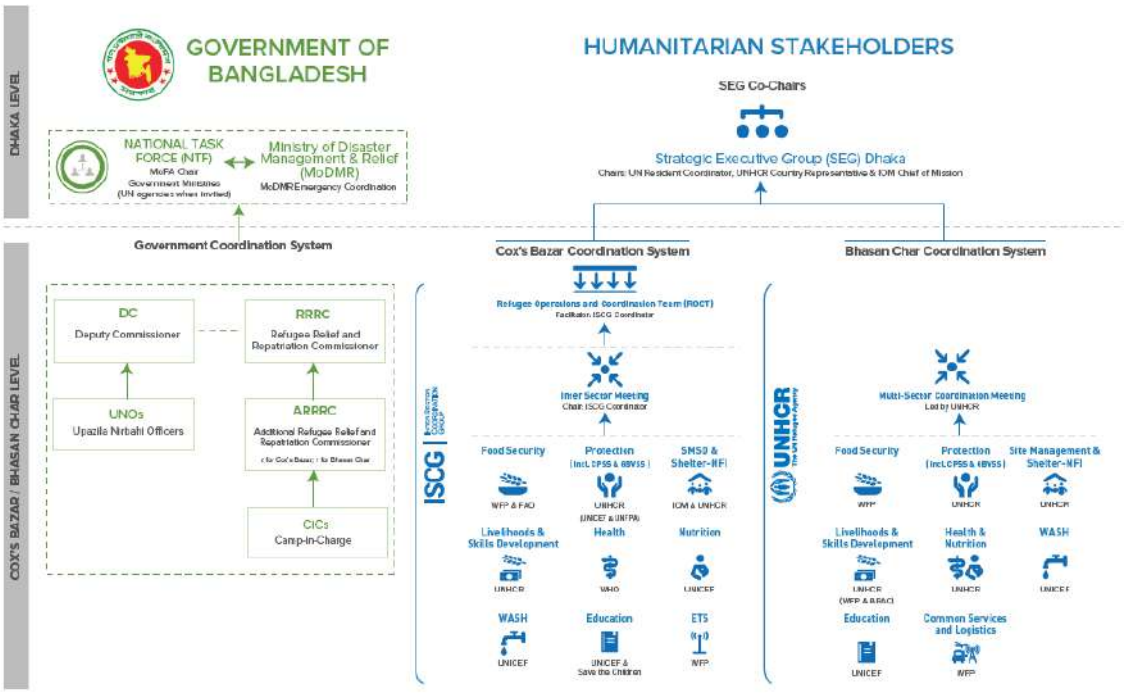

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা - সারসংক্ষেপ ও কৌশলগত লক্ষ্য

বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক নেতৃত্বে মানবিক সহায়তা গোষ্ঠী চাহিদা মূল্যায়ন, মতবিনিময় ও কৌশলগত পরিকল্পনা করেছে, যার ফলাফল হল এই গুরুত্বপূর্ণ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা ২০২৩। কক্সবাজার ও ভাসান চরের রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের জরুরি চাহিদা মেটাতে এবং উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় ৫৭ টি বাংলাদেশি সংস্থাসহ মোট ১১৬টি অংশীদারের প্রায় ৮৭৬ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে এখানে দেখানো হয়েছে। কিছু এনজিও এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তাকারী জেআরপি ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে সম্পদের ব্যবহার করলেও এগুলো জেআরপির কৌশল, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

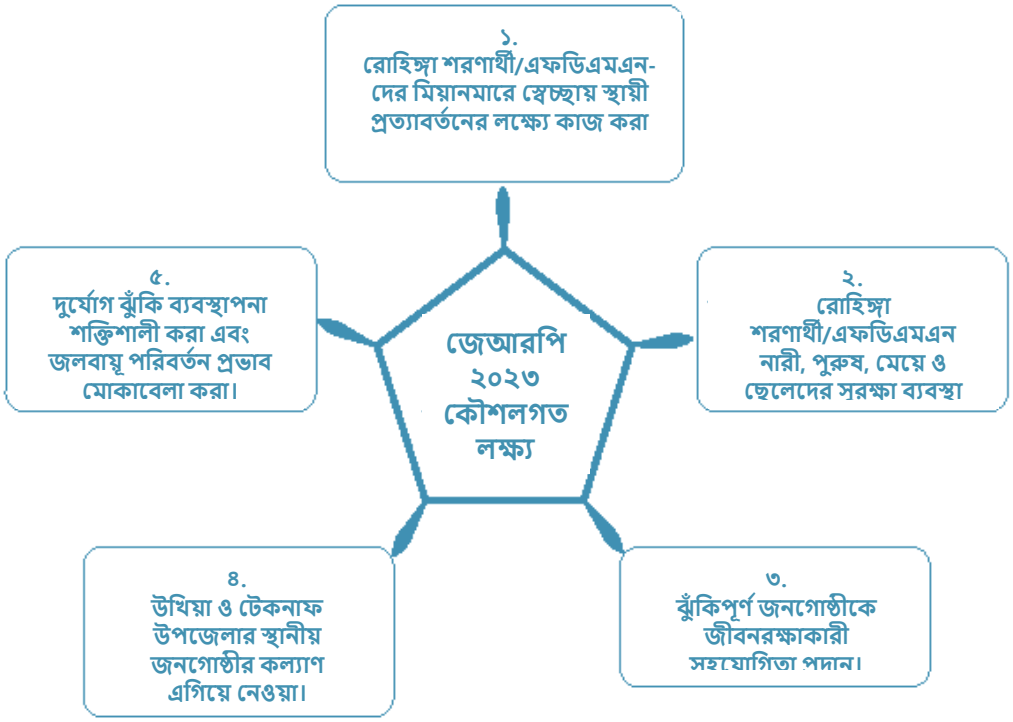

কৌশলগত লক্ষ্য ১:

রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের মিয়ানমারে স্থায়ী ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা।

রাখাইন রাজ্যে থাকা জীবিকার সুযোগ-সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে সহযোগিতা করা, যার লক্ষ্য থাকবে তাদেরকে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও স্থায়ীভাবে প্রত্যাবাসন করা এবং মিয়ানমারের সমাজে পুনরায় যুক্ত করা।

রাখাইন রাজ্যে স্বেচ্ছায় ও স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিস্থিতি গড়ে তুলতে মিয়ানমারে মানবিক সহায়তাকারীদের কাজের নিয়মিত আপডেট দেবে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইউএন সিস্টেম। একই সাথে মিয়ানমারে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইউএন সিস্টেম ২০২৩ মিয়ানমার মানবিক সাড়াদান পরিকল্পনা ফ্রেমওয়ার্কে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদার সাথে ও স্থায়ীভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করার মত পরিস্থিতি গড়ে তোলার জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা ও উৎসাহ দেওয়া অব্যাহত রাখবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-রা যত দ্রুত সম্ভব মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী মানবিক সহায়তাকারীরা এই সংকট সমাধানে কাজ করে যাবে।

মিয়ানমার ভাষায় ও মিয়ানমার কারিকুলামে শিক্ষার সুযোগ প্রদান এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসনের পর রাখাইন রাজ্যে থাকা জীবিকার সুযোগ গ্রহনে সাহায্য করবে। বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইউএন সিস্টেম মিয়ানমারে তাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া এ ধরনের কাযক্রমের ব্যাপারে নিয়মিত আপডেট দেবে। রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা করতে মানবিক সহায়তাকারীরা তাদের সাথে যোগাযোগে দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ফিডব্যাক মেকানিজম ব্যবহার করবে।

৮. ১১৬ টি সহযোগী, একই কাজরে পুনরাবৃত্তি ছাড়া যার মধ্যে ৫৯ টি আপলিংি পাটনার এবং ৮৫ টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা রয়েছে
৯. এর মধ্যে রয়েছে এম এস এফ. রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট পরিবার, এএফএডি এবং অন্যান্য তুর্কি এনজিও।

কৌশলগত লক্ষ্য ২ :

রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন নারী, পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেদের সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

বাংলাদেশ সরকার ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের মৌলিক অধিকার ও কল্যাণকে গুরুত্ব দেয় এমন একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

সকল রোহিঙ্গা শরণার্থী নারী, পুরুষ, মেয়ে ও ছেলের জন্য কার্যকর ও লক্ষিত সুরক্ষা সহায়তা এবং যৌথ নিবন্ধন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বলে বিবেচনা করা হবে। এখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রয়েছে:

- শিশু সুরক্ষা, এবং যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা এবং সুরক্ষা বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ সেবা প্রদান। একই সাথে মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহযোগিতা এবং এ সকল সেবা পাওয়ার জন্য রেফারাল সিস্টেম উন্নত করা, যাতে মানিয়ে নেওয়ার নেতিবাচক উপায়ের প্রভাব হ্রাস করা যায়।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সকল ব্যক্তির অপূর্ণ সুরক্ষা চাহিদা মেটাতে একটি সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মাল্টি-সেক্টরাল পদ্ধতি চালু করা।
- বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা এবং অর্থবহভাবে বিশেষায়িত সেবা প্রাপ্তির সুযোগ করে দেওয়া।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন রক্ষাকারী তথ্য, তাদের বাসস্থান সেবা সম্পর্কে ধারণা এবং মানবিক কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের সাথে তাদের অর্থপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের জাতীয় মানবপাচার প্রতিরোধ পরিকল্পনা অনুসারে মানবপাচার ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এগুলোর ঝুঁকি প্রতিরোধ করা।

কৌশলগত লক্ষ্য ৩:

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে জীবন রক্ষাকারী সহযোগিতা প্রদান।

কক্সবাজার ও ভাসান চরে মানবিক সহায়তা প্রয়োজন এমন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সেবা ও সহায়তা প্রদান *অব্যাহত* রাখা ও তা ভারসাম্যপূর্ণ করা। বাংলাদেশ সরকার ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদানের প্রস্তুতি ও পূর্ব-পরিকল্পনা বিস্তৃত করা।

এখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে থাকবে :

- **খাদ্য সহায়তা:** বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক ভাউচারসহ (ই-ভাউচার) বিভিন্ন পদ্ধতিতে রোহিঙ্গাদেরকে জীবন রক্ষাকারী খাদ্য সহায়তা প্রদান, এবং আউটলেটের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা ও কৃষকের বাজার পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া;

- **পুষ্টি:** পুষ্টিকেন্দ্র ও স্ট্যাবিলাইজেশন সেন্টারগুলোতে উচ্চ মানের সমন্বিত পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম বয়সী মেয়ে ও ছেলে, কিশোরী এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের অপুষ্টি কমানো;

- **স্বাস্থ্য:** স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া এবং একইভাবে ক্যাম্প হেলথ ফ্যাসিলিটিতে রোহিঙ্গাদেরকেও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার মাধ্যমে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও এই সেবার ব্যবহার বাড়ানো। জরুরি সেবা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহযোগিতার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া এবং কোভিড-১৯ সহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

- **নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা:** রোহিঙ্গাদের কাছে পাইপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সাথে নিরাপদ ও সচল ল্যাট্রিন ও গোসলখানা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, এবং পরিবেশের উপর প্রভাব কমাতে পানি সম্পদ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা;

- **শেল্টার ও নন-ফুড আইটেম:** বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর গুরুত্ব দিয়ে শেল্টার ও এর পার্শ্ববর্তী স্থান সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। ভাউচার ও আর্থিক নয় এমন সেবার মাধ্যমে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলোতে এলপিজি সহ অন্যান্য নন-ফুড আইটেম (এনএফআই) সরবরাহ;

- **শিক্ষা:** বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শ নিয়ে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; রোহিঙ্গা শরণার্থী এফডিএমএন-দের জন্য লার্নিং সেন্টারে মিয়ানমার ভাষায় মিয়ানমার কারিকুলামের প্রচলন করা, তবে দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণরূপে মিয়ানমার কারিকুলামের প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লার্নিং কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাপ্রোচ (এলসিএফএ) ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

- **শিশু ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার শিকার সারভাইভারদের জন্য মাল্টি সেক্টরাল সহযোগিতা:** সহিংসতা, অবহেলা, নির্যাতন বা শোষণের শিকার হওয়া শিশু এবং সেই সাথে জিবিভি সারভাইভারদের জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট ও রেফারালসহ অন্যান্য মাল্টি-সেক্টরাল সেবা প্রদান;

কৌশলগত লক্ষ্য ৪:

উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ এগিয়ে নেওয়া।

বাংলাদেশ সরকার ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে, এবং উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা আশ্রয় দেওয়ার প্রভাব প্রশমনের মনোভাব নিয়ে সম্প্রদায়গুলোকে মানসম্মত সেবা প্রাপ্তির ন্যায্য অধিকার প্রদান করা; রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমন করা; সিস্টেম শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসেবামূলক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা: টেকসই জীবিকা অর্জনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা: এবং পরিবেশ ও ইকোসিস্টেম পুনর্বহাল করা।

উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে অযাচিতভাবে সমস্যায় না পড়ে জেআরপি তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করবে। বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে উখিয়া ও টেকনাফের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেআরপি ২০২৩ বিভিন্ন প্রকল্প থেকে এমন সব কমকান্ডকে অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসাবে অন্তভুক্ত, বাছাই ও অগ্রাধিকার দিচ্ছে যা এসব উপজেলা ও বৃহত্তর জেলার জন্য গুরুত্বপূন। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত এই কর্মকান্ড নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবিকা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও ইকোসিস্টেম উন্নত করবে।

কৌশলগত লক্ষ্য ৫ :

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।

রোহিঙ্গাদের দলবদ্ধভাবে দেশত্যাগ এবং দীর্ঘদিন বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার কারণে পরিবেশের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা বাংলাদেশ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রশমিত করা। এর মধ্যে থাকবে ইকোসিস্টেম পুনর্বহাল করার কার্যক্রম, পুনঃবনায়ন এগিয়ে নেওয়া ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি। এগুলোর পাশাপাশি দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল শক্তিশালীকরণ, নবায়নযোগ্য ও আরও দূষণমুক্ত শক্তির উৎস ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ও দুর্যোগ ঝুঁকিতে সাড়াদানের লক্ষ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন ও বাংলাদেশি প্রথম সারির সাড়াদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমেরও প্রয়োজন হতে পারে।

২০২৩ সালে মানবিক সহায়তাকারীরা বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যা সমাধান, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসসহ টেকসই শক্তির উৎস ব্যবহারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে মানবিক সহায়তাকারীরা ২০২২ সালে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর জন্য একটি মাল্টি-হ্যাজার্ড সাড়াদান পরিকল্পনা গ্রহন করেছে যা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্মিলিত ও কার্যকর জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিকাঠামো প্রদান করবে।
বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে মানবিক সহায়তাকারীরা ক্যাম্পগুলোতে ঢাল স্থিতিকরন ও যথাযথ ড্রেনেজ সিস্টেমসহ অবকাঠামো মেরামতের মাধ্যমে ভৌত ঝুকি কমিয়ে, প্রাকৃতিক ও দুর্ঘটনাজনিত বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি রাখবে।

পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও তার সুরক্ষার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও এর সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত থাকবে নবায়নযোগ্য ও আরও দূষণমুক্ত শক্তির উৎসের প্রচলন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার টেকসই সিস্টেমের প্রচলন এবং ভূমি ও পানি সংরক্ষন কার্যক্রম।

এলপিজি ও কুকিং সেট বিতরণ এবং সেই সাথে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে কার্যকরভাবে জ্বালানি ব্যবহারের বিকল্প সমাধান আরও বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া প্রতিরোধে চরম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরিবেশের উপর প্রভাব কমাতে ও জলবায়ুর সহিষ্ণুতা বাড়াতে যেখানে সম্ভব সেখানে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহার: সৌরবাতি ও সৌরবিদ্যুতের গ্রিড: অস্থায়ী কাঠামো নির্মাণ ও অবকাঠামো মেরামতে ব্যবহৃত বাঁশের স্থায়ীত্ব বাড়াতে নির্মিত বাঁশ শোধনাগার ব্যবহার, এবং পানির সংকটে থাকা টেকনাফসহ অন্যান্য এলাকায় টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সিস্টেম গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও চ্যালেঞ্জ

কমিউনিটির মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমন

খোলা মন নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর অবকাঠামো, পরিবেশ ও নাগরিক পরিসেবাসহ নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক প্রভাব পড়েছে। বিশেষত, টেকনাফ ও উখিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি হয়ে যাওয়া এবং মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো দ্বারা উপেক্ষিত হওয়া সম্পর্কে স্থানীয় মানুষজন তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তারা শ্রম বাজারের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়া, পরিবেশের ক্ষতি, অস্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য এবং অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
জেআরপি ২০২৩ ক্যাম্পে ও আশেপাশে রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ও সহিংসতার সম্ভাব্য ঘটনা মোকাবেলায় সকল সম্ভাবনা কাজে লাগানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার ও এর আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিরাপত্তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ফ্রেমওয়ার্কের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কমিউনিটি সেফটি ফোরাম, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংলাপ, আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নের (এপিবিএন) সাথে সংযোগ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ উদ্যোগের মত প্রতিরোধমূলক পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনাকারীরা ক্যাম্পগুলোতে ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বজায় রাখতে তাদের প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী করবে।

অনুমিত পরিকল্পনা ও বাধা

বেশ কিছু অনুমিত পরিকল্পনা ও বাধার উপর ভিত্তি করে ২০২৩ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে:
১. "জেআরপি ২০২৩" কক্সবাজার ও ভাসান চরে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২. বাংলাদেশ সরকার ভাসান চরে স্বেচ্ছায় স্থানান্তর অব্যাহত রাখবে এবং ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ ভাসান চরে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-এর সংখ্যা দাঁড়াবে ১,০০,০০০। তবে ভাসান চরে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের প্রকৃত সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এতে পরিবর্তন আনা হতে পারে।

৩. জরুরি পরিস্থিতির প্রস্তুতি ও পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা বিষয়ক কিছু কার্যক্রম জেআরপিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বড় মাত্রায় জরুরি সাড়াদানের প্রয়োজন হলে একটি যৌথ ফ্ল্যাশ আপিল বা অন্য অর্থায়ন কৌশলের মাধ্যমে আরও তহবিল চাওয়া হবে।

৪. বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে মানবিক সহায়তাকারীরা দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর করতে বাস্তবধর্মী ও জোরদার প্রচেষ্টা চালাবে। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক পরিকল্পনা ও সম্পদ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

৫. জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকার সম্পদ, ভাসান চরে স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় কাযক্রম অব্যাহত রাখবে।

৬. বলপূর্বক বা অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

Figure 2: Breakdown of JRP Partners

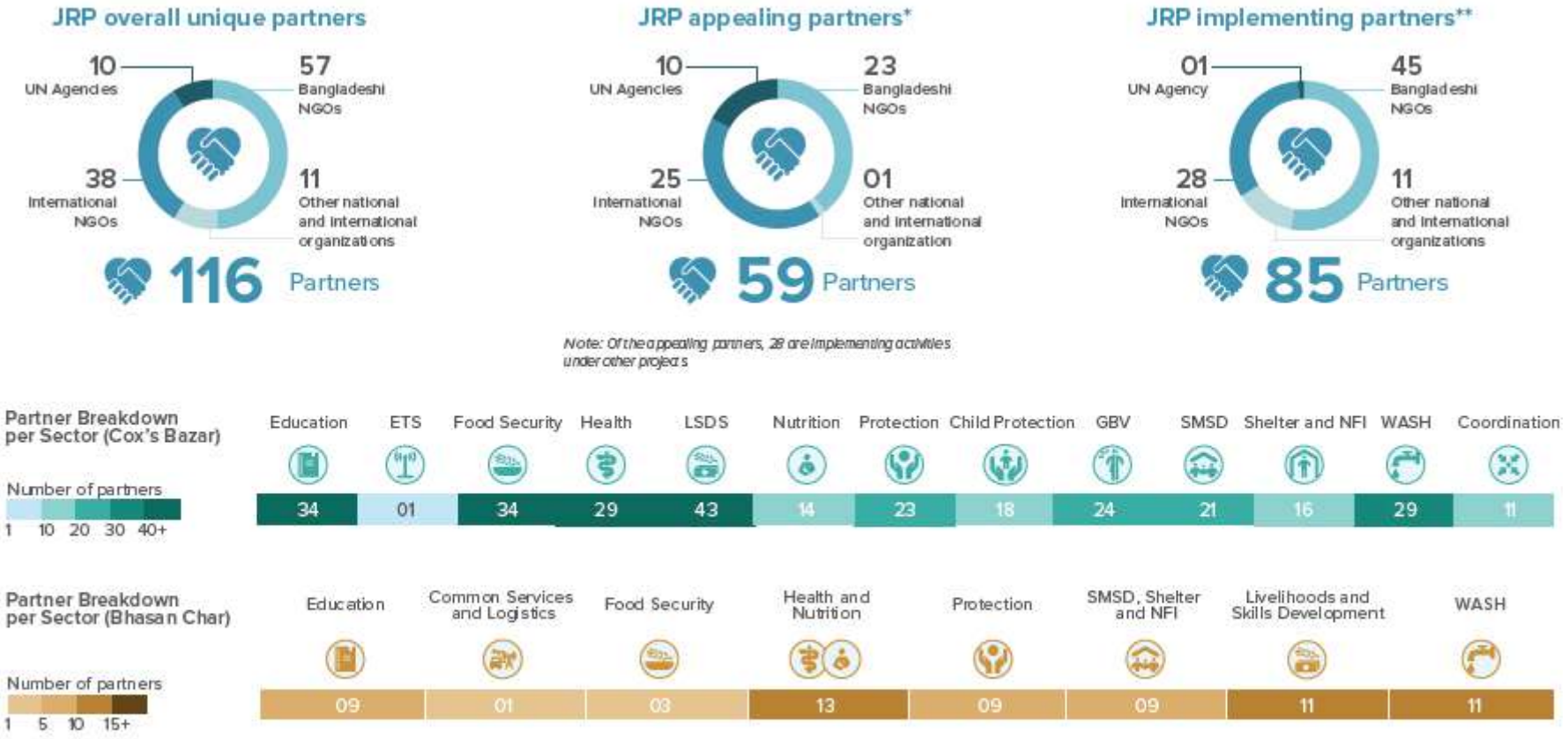

*Appealing partners represented in the JRP 2023 are organizations raising funds primarily from Member States or countries through the JRP, as part of a Sector responding to the Rohingya refugee response in Bangladesh.

**Implementing partners are organizations that receive funding from appealing partners to implement project activities approved and covered by the JRP 2023.

শিক্ষা

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. প্রয়োজন অনুযায়ী রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন শিশুদের জন্য মিয়ানমার কারিকুলাম নিরাপদ ও সহজলভ্য করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষা সেবা সহায়তা প্রদান। (এসও ১, এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)।
২. মিয়ানমার কারিকুলাম ১০০% নিশ্চিত করতে, রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা (এসও ১, এসও ২, এসও ৩, এসও ৪)
৩. মানসম্মত ও জবাবদিহিমূলক শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি অংশগ্রহন বাড়ানো ও সহায়তা করা এবং শিক্ষা বিষয়ক অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়ানো। (এসও ১, এসও ২, এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)।

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি
৭১.২মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা
৮০৩,৫৮৩

লক্ষিত জনগোষ্ঠী
৪৫৭,৬৮৬

৩৭১,৩৯৩
রোহিঙ্গা শরণার্থী

৮৬,২৯৩
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

২০
সেক্টর প্রকল্প

২০
আপিলিং অংশীদার

২১
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সেক্টর লিড এজেন্সি: ইউনিসেফ/সেইভ দ্যা চিলড্রেন

সাড়াদান কৌশল

ডিসেম্বর, ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী, শিক্ষা বিষয়ক অংশীদারদের সাথে নিয়ে সরকার ৩০৩,৪১৯ জন রোহিঙ্গা শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি ও তরুন যাতে ৫,৭৩৫ টি লার্নিং ফ্যাসিলিটিস-এর মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা সেবা পায় তা নিশ্চিত করেছে। ২০২২ সালে রোহিঙ্গা শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য মিয়ানমার কারিকুলাম চালু হওয়ার পর থেকে ২৫৩,০৭০ শিক্ষার্থী এমসিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৬,৫৬৯ জন একসিলেরেটেট লার্নিং প্রোগ্রামে মিয়ানমার কারিকুলাম অনুসরন করছে।

২০২৩ সালে, এই সেক্টর এমসি ও এএলপি ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে যাতে ৩-১৮ বছরের সকল শিক্ষার্থী শেখার সযোগ পায়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় উখিয়া ও টেকনাফে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিক্ষা চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেটানো হবে। মানসম্মত শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মিয়ানমার কারিকুলাম ও ভাষা প্রচলন এবং শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পর শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই সেক্টর ১৫-২৪ বছর বয়স্কদের সাক্ষরতা, সংখ্যা চেনা ও প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও ৩-৫ বছরের শিশুদের প্রাক-শৈশব উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে। শিক্ষার্থীরা কি শিখল তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরন ও শিক্ষা সুবিধার মাধ্যমে মেয়েদের জন্য শিক্ষাকে উৎসাহিতকরন অব্যাহত রাখা হবে। শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করতে লার্নিং ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষন মূল ফোকাস হিসাবে থাকবে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করতে সবগুলো লার্নিং সেন্টারে কার্যকর দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। ওয়াশ সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে লিঙ্গ বৈষম্যহীন ওয়াশ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। কোড অব কন্ডাক্ট ও শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক টেকনিক্যাল অফিসার, স্বেচ্ছাসেবক, প্রোগ্রাম অফিসার ও শিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

জরুরি টেলিকমিউনিকেশনস

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহযোগিতা করতে এবং একই কাজের পুনরাবৃত্তি এড়াতে সাড়াদানে জরুরি টেলিকমিউনিকেশনস কার্যক্রমের সমন্বয় করা। (এসও ৩)
২. মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার সকল সেক্টরগুলোর জন্য ডেটা সংযোগ সেবা চালু রাখা। (এসও ৩)
৩. সাড়াদানে টেলিকমিউনিকেশনস ও আইসিটি বিষয়ে মানবিক সহায়তাকমীদের দক্ষতা বাড়াতে ও সেবাদান অব্যাহত রাখতে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা। (এসও ৩)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ১.২মি.

লক্ষিত সংস্থা

১১৬

০১
সেক্টর প্রকল্প

০১
আপিলিং অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)

সেক্টর লিড এজেন্সি : ডব্লিউএফপি

সাড়াদান কৌশল

বিশেষ করে সাইক্লোন, অগ্নিকান্ড ও অন্যান্য সংকটকালে মানবিক অংশীদার ও সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সেজন্য টেলিকমিউনিকেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

কক্সসবাজারে রোহিঙ্গা সাড়াদানে নিয়োজিত মানবিক সহায়তাকমী, সরকার ও অন্যান্যদের বহুমাত্রিক কমিউনিকেশনস চাহিদা মেটাতে এই সেক্টর ডেটা সংযোগ ও টেলিকমিউনিকেশনস সার্ভিস প্রদান করবে। এই সেক্টর কমী ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে।

খাদ্যনিরাপত্তা

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের জন্য যথাসময়ে স্কুল ফিডিংসহ জীবন-রক্ষাকারী খাদ্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা ও তা চালু রাখা। (এসও ২, এসও ৩)

২. জটিল পরিবেশে আগাম সতর্কতা ও কার্যক্রম গ্রহনসহ জলবায়ু সহিষ্ণু খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের খাদ্য নিরাপত্তা অব্যাহত রাখা। (এসও১, এসও২, এসও৩, এসও ৫)

৩. জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি উৎপাদন, এগ্রো-প্রসেসিং, বাজার সংযোগ, আয়ের সুযোগ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আগাম সতর্কতা, স্কুল ফিডিং ও দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতিসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলোর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা শক্তিশালীকরন (এসও ৩, এসও৪, এসও ৫)।

৪. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি। (এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

২৩৪.৮ মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

১.২৮ মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

১.২৮ মি.

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

৩৭৬,৫৩০
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

২০
সেক্টর প্রকল্প

২০
আপিলিং অংশীদার

১৯
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি), কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর সেক্টর লিড: ডব্লিউএফপি/ফাও

সাড়াদান কৌশল

সাম্প্রতিককালে ক্যাম্পজুড়ে স্থাপিত ই-ভাউচার আউটলট ও ফ্রেশ ফুড কর্নার নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএম-দেরকে খাদ্য সহায়তা দিয়ে আসছে। খাদ্য বিতরনের এই সৃষ্টিশীল ও সংবদেনশীল সুরক্ষা পদ্ধতি স্থানীয় কৃষকদেরকেও সহায়তা করে।

খাদ্যনিরাপত্তা সেক্টর (এফএসএস) সকল ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে ই-ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টসহ মারাত্নকভাবে ঝুকিতে থাকা পরিবারগুলোতে জীবন-রক্ষাকারী খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। বেশিরভাগ খাদ্য উপকরণ এগ্রিগেশন সেন্টারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হবে যা বাংলাদেশি কৃষকদেরকে বাজারের সাথে যুক্ত করবে ও খামারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। কোন জরুরি পরিস্থিতিতে বা দুর্যোগে দ্রুত খাদ্য সহায়তা দিতে এফএসএস অংশীদাররা অ-আর্থিক সহায়তার একটি মজুদ রাখবে। এই সেক্টরের আওতায় স্কুল ফিডিং সহায়তা চলমান থাকবে যা ছাত্রদের খাদ্য ও পুস্টির মান উন্নত করবে।[১০] কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম, ক্যাশ সহায়তা, আগাম সতর্কতা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএম-দের সহায়তা করা হবে। শাকসবজির চাষ, পুকুরে মাছ চাষ ও সার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কারিগরী নির্দেশনা প্রদান করা হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য জমি প্রদান, সম্পদ ও লোন বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে ও খাদ্যশস্য মজুদ ও উন্নত উৎপাদন টেকনোলজি প্রদান করা হবে। ইকোসিস্টেম ঠিক রাখা, ভূমির সঠিক ব্যবহার ও বনায়ন এর বিষয় মাথায় রেখে ২০২৩ সালে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা আরও বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এই সেক্টর জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়নে (এলএসডিএস) দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। ক্যাশ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কমসূচী দুর্যোগ ঝুকি প্রশমনে সাইট ম্যানেজমেন্টের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। সাইট উন্নয়ন, শেল্টার ও এনএফআই সেক্টর বিশেষ করে জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রমে লিঙ্গ-সমতা বজায় রাখবে এবং নারী-পুরুষ ও বয়স্ক ব্যক্তির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেবে।

১০. ২০২৩ সালে ভাসান চরে খাদ্য সহায়তা ও স্কুল ফিডিং এর জন্য তহবিল স্থানান্তর প্রয়োজন হতে পারে

স্বাস্থ্য

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবার ন্যায্য প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা। (এসও ৩, এসও ৪)

২. সংক্রামক রোগ ও জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এমন সব বিপযয় মোকাবিলায় প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদান। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)

৩. ব্যক্তি ও সম্প্রদায় পর্যায়ে স্বাস্থ্যের মান ও কল্যাণের প্রসার। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৪)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

৯৭.৩মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

১.৪৪মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

১.৩৩মি.

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

৪৩০,৩২০
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

১৪
সেক্টর প্রকল্প

১৪
আপিলিং অংশীদার

১৮
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশ

সিভিল সার্জন (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়)

সেক্টর লিড এজেন্সি: হু

সাড়াদান কৌশল

রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ও স্বাস্থ্য সেক্টরের অংশীদাররা একটি সমন্বিত ও সুসংহত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলছে।

শক্তিশালী নিরাময়মূলক ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য সাড়াদান প্যাকজ বাস্তবায়ন হবে এ সেক্টরের কাজ। ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নত করে সাধারন কারনে মৃত্যুহার কমাতে অথবা মৃত্যুরোধে এই সেক্টর সহজলভ্যতা করে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাবে। পরিবার পরিকল্পনা, সদ্যজাত বাচ্চা ও শিশু'র স্বাস্থ্যসেবাসহ এটি প্রজনন, মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করবে।

মেডিকেল প্রেসক্রিপশন থেকে শুরু করে সেকেন্ডারি কেয়ার এবং/অথবা হাসপাতাল সেবাসহ জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে আনুমানিক ৮০ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ক্লিনিক অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে ছোঁয়াচে রোগ এবং আগুনসহ নানা ঝুকি ও জনস্বাস্থ্য হুমকি সনাক্ত, প্রস্তুতি ও সাড়াদান করতে এ সেক্টর যথাযথ সহায়তা প্রদান করবে। উখিয়া বিশেষায়িত হাসপাতালসহ টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স-এর কথা মাথায় রেখে স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ কমাতে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এ সেক্টর বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান করে যাবে। কক্সবাজার সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে স্বাস্থ্য সেক্টরের অংশীদাররা সরকারের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে।

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রাপ্ত জীবিকার সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রেখে রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএম-দের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৫)

২. রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-রা ক্যাম্পে যে দক্ষতা লাভ করেছে তা যেন তারা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৫)

৩. কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন ও স্থায়ী জীবিকার সুযোগ তৈরিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা। (এসও ১, এসও ২, এসও৪, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

৩৬.৬মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৬৯৪,৪৪৫

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৮৮,৩১২

৫৭,০০৯
রোহিঙ্গা শরণার্থী

৩১,৩০৩
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

২৬
সেক্টর প্রকল্প

২৬
আপিলিং অংশীদার

২২
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি),

সেক্টর লিড: ইউএনএইচসিআর

সাড়াদান কৌশল

সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠিত জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন সেক্টর এর উদ্দেশ্য হলো ২০০২ সালের আগস্ট মাসে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রোহিঙ্গা শরণার্থী /এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার-জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কার্যকর করা। সহায়ক পরিস্থিতি তৈরি হলে মিয়ানমারে স্বেচ্ছায় ও স্থায়ী প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা করতে রাখাইন রাজ্যের জীবিকা সুযোগের সাথে সঙ্গতি রেখে এ সেক্টর রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএম-দের দক্ষতা ও সক্ষমতা তৈরি করবে। মিয়ানমার কারিকুলামের সাথে সঙ্গতি রেখে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এমন দক্ষতা তৈরিতে রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-দের সহায়তা করা হবে।

এই সেক্টর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা করবে যা স্বীকৃত, অনুমোদিত ও বাজার সংশ্লিষ্ট। ২০২৩ সালে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে, এই সেক্টর ঝুঁকিতে থাকা উখিয়া ও টেকনাফের বাংলাদেশিদের জন্য ভোকেশনাল স্কিল ট্রেনিং, প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। জীবিকার সুযোগের মধ্যে থাকবে ক্যাম্পের মধ্যে দীঘস্থায়ী অথনৈতিক সুযোগ প্রদান, খাদ্য প্রক্রিয়া সংহতকরন, উৎপাদনের স্থানীয়করণ, বাজার সংযোগ বাড়ানো।

দক্ষতা ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জিবিভি ঝুঁকি প্রশমন ও লিঙ্গ সমতার মতো বিষয়গুলোকে সবগুলো কমসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং একই সাথে তরুন ও শারীরিকভাবে অক্ষমদের অর্থবহভাবে এতে যুক্ত করবে। কার্যক্রমগুলো ভোকেশনাল স্কিল কারিকুলাম ও ট্রেনিং-এ অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনাকে সামনে নিয়ে আসবে।

পুষ্টি

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১। কক্সবাজারের ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ০-৫৯ মাস বয়সী সকল ছেলে ও মেয়ে, কিশোরী মেয়ে এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের (পিএলডব্লউি) জন্য প্রতিরোধমূলক সমান ও মানসম্পন্ন পুষ্টি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। (এসও ২, এসও ৩)

২. কক্সবাজারের ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপুষ্টিতে ভোগা ০-৫৯ মাস বয়সী ছেলে ও মেয়ে এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের (পিএলডব্লউ) জন্য সমান সুযোগ জোরদার করা এবং মানসম্মত জীবন রক্ষাকারী পুষ্টি সেবা জোরদার করা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৪)

৩. পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম জোরদারে সহায়তায় পুষ্টি কার্যক্রমে জড়িতদের সক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টি তথ্য পদ্ধতি এবং নলেজ জেনারেশন করা।
(এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ৪০.০মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৪৬৪,৯২৯

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৩৮৮,২১৩

২৮২,৪৩২
রোহিঙ্গা শরণার্থী

১০৫,৭৮১
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

০৬
সেক্টর প্রকল্প

০৬
আপিলিং অংশীদার

১০
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশ

সিভিল সাজন (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়)

সেক্টর লিড এজিন্সি: ইউনিসেফ

সাড়াদান কৌশল

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা ও দুই বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে ক্যাম্পে ও বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার পুষ্টি সেক্টর অংশীদারদের সাথে নিয়ে সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্র (আইএনএফ) স্থাপন করেছে।

২০২৩ সালে ক্যাম্পে ও বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত তিনটি অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে (১) নিরাময় ও প্রতিরোধসহ জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় পুষ্টি সেবা, যাতে অন্তভুক্ত রয়েছে শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, গভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীসহ লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দকৃত পুষ্টিসেবা প্রদান। প্রতিরোধমূলক পুষ্টি সেবার মধ্যে রয়েছে শিশু ও অল্পবয়সী শিশুদের ফিডিং সেবা প্রদানকারীদের জন্য পরামর্শ এবং পাচ বছররে কম বয়সী শিশু ও গভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী ও মারাত্নক ঝুকিতে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য বাড়তি খাবার সরবরাহ।
(২) অপুষ্টিতে ভোগা পাচ বছরের কম বয়সী শিশু ও গভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের জন্য বাড়তি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রেফারেলের মাধ্যমে যথাযথ পুষ্টি কমসূচিতে অন্তভুক্ত করা। (৩) মাসভিত্তিক ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে পুষ্টি অবস্থার নিয়মিত তদারকি করে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টি তথ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হবে।

এই সেক্টর ও এর অংশীদাররা জরুরী প্রস্তুতি ও সাড়াদান উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে যার মূল লক্ষ্য থাকবে মানবিক সাড়াদানে নিয়োজিত অন্যান্য সেক্টরের সাথে সমন্বয় রেখে যথাযথ রেফারেল ব্যবস্থা সহায়তা প্রদান। এটি মানসম্মত পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করবে।

সুরক্ষা

সুরক্ষা
(জিবি, সিপি, জিবিভি সহ)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি
৭৬.৬মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা
১.২৩মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী
১.২০মি.

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

২৯৬,৯৩৭
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

৩২
সেক্টর প্রকল্প

১৯
আপিলিং অংশীদার

৩৩
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের মিয়ানমারে নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী প্রত্যাবর্তন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের মৌলিক চাহিদার প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা, এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে যৌথ নিবন্ধন (সরকার- জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে) ও সকল রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের জন্য ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে সুরক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা ও মানব পাচার রোধ করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৩)

২. সাড়াদান কার্যক্রমে কমিউনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রচলন করা, কমিউনিটি সুরক্ষা কৌশলের পক্ষে কাজ করা এবং বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও শিশুদের মত ব্যক্তিদের যৌক্তিকভাবে বিশেষায়িত সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা। এর লক্ষ্য হল মানবিক সহায়তাকারী ও রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের মধ্যে সক্রিয় ও কার্যকর যোগাযোগে সহযোগিতা করার মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো এবং মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া ও সেই সমাজে পুনরায় যুক্ত হওয়ার সক্ষমতা তৈরির জন্য জনগোষ্ঠীর সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৪, এসও ৫)

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রশমনের মাধ্যমে সরকার ও স্থানীয় অংশীদারদের সাথে নিয়ে পদ্ধতি শক্তিশালীকরণে সহযোগিতা করা এবং সুরক্ষা ঝুঁকি ও চাহিদা নিয়ে কাজ করতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত মাল্টি-সেক্টরাল পদ্ধতির প্রচলন করা। (এসও১, এসও৩, এসও৫)

৪. নির্যাতন, অবহেলা, সহিংসতা, অত্যাচার ও চরম মানসিক পীড়ার প্রাণঘাতী ঝুঁকিতে থাকা কিশোর-কিশোরীসহ ছেলে ও মেয়েদের জন্য সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত এবং জেন্ডার ও অক্ষমতা সংবেদনশীল শিশু ও তরুণ-তরুণী সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৩)

৫. প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দেওয়া, জিটিভি ঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রশমন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন ক্যাম্পগুলোতে ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লক্ষিত এলাকার জিবিডি সারভাইভারদের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সারভাইভার-কেন্দ্রিক সেবা বৃদ্ধি করা। (এসও২, এসও৩, এসও৪)

সাড়াদান কৌশল

সরকার ও সুরক্ষা অংশীদাররা বিশেষ করে শিশু ও নারী, এবং ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য ব্যক্তি যেমন প্রতিবন্ধীসহ রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে দেখে। সুরক্ষা সেক্টরের জন্য রেফারেল সিস্টেম জোরদার করা হয়েছে। মনিটরিং ও মূল্যায়নসহ শিশু সুরক্ষা, জিবিভি এবং সাধারন সুরক্ষার বিষয়কে ভিত্তি ধরে এই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা শরণার্থী/এফডিএমএন-দের নিবন্ধন ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। মানবপাচারের ঝুঁকি প্রতিরোধ ও অন্যান্য নেতিবাচক দিক মোকাবিলায় রোহিঙ্গা শরণার্থী ও জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করা সেক্টর সাড়াদানের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএন-দের সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের ব্যাপার তথ্য প্রাপ্তি ও ফিডব্যাক মেকানিজম পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো নিশ্চিত করবে। এই সেক্টরের সাড়াদান প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে যারা জরুরি প্রস্তুতি সুরক্ষা ও সাড়াদানসহ জিবিভি ও শিশু সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। কমিউনিটি সদস্য, সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধিও সুরক্ষা চাহিদা পূরন করবে।

শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে, সুরক্ষা সেক্টর শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে আসা বাধাবিপত্তি প্রতিরোধ ও সাড়াদানে কাজ করবে। বাল্যবিবাহের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টিদান ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ ও সহিংসতার শিকার এবং একা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা শিশুর যত্ন, শিশু পাচারসহ সব বয়সের শিশু, নারী-পুরুষ (সক্ষম ও অক্ষম) এর জন্য কাজ করা। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: কমিউনিটি পর্যায়ে শিশুর সুরক্ষা, পদ্ধতিগত কাঠামো শক্তিশালীকরন ও কেইস ব্যবস্থাপনা, মানবিক সাড়াদান এবং শিশুর দেখাশুনা ও সুরক্ষাসহ এই সেক্টরের নানা কার্যক্রম।

এ সেক্টর -প্রতিরোধ, ঝুঁকি হ্রাস ও জিবিভি-এর প্রতি সাড়াদানের কার্যকারিতা শক্তিশালীকরনে কাজ করবে। জিবিভি এর ন্যূনতম মান ও আইএএসসি গাইডলাইন অনুসরন করে সামনের সারিতে থাকা জিবিভি সেবাদানকারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ জিবিভি ঝুঁকি হ্রাস, সামাজিক নিয়মকানুন ও আচরনগত পরিবর্তনে কাজ করবে।

সুরক্ষ(সাধারণ)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

৩২.০মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

১.২৩মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

১.০৮মি.

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

১৭৩,৪৪১
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

১৪
সেক্টর প্রকল্প

১৩
আপিলিং অংশীদার

১২
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি)

সেক্টর লিড এজিন্সি: ইউএনএইচসিআর

শিশু সুরক্ষা

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ২০.৪মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৮৪৬,৩২৬

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৭৬১,৬৯৫

৫৯৩,৯৬৪
রোহিঙ্গা শরণার্থী

১৬৭,৭৩১
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

০৮
সেক্টর প্রকল্প

০৮
আপিলিং অংশীদার

13
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

নারী বাংলাদেশ সরকার: ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমওডব্লিউসিএ)

সেক্টর লিড এজিন্সি: (ইউনিসেফ)

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

২৪.২মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

১.১৫মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৭৫৭,১৫০

৫৯৮,৫১৫
রোহিঙ্গা শরণার্থী

১৫৮,৬৩৫
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

০৯
সেক্টর প্রকল্প

০৯
আপিলিং অংশীদার

১৭
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার:
নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমওডব্লিউসিএ)

সেক্টর লিড এজিন্সি: ইউএনএফপিএ

সাইট ব্যবস্থাপনা, সাইট উন্নয়ন, আশ্রয় ও নন-ফুড

এসএমএসডি, আশ্রয় ও এনএফআই

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

১৬০.৭মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

১.৪৪মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

১.০৫মি.

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

১৪৮,১১৯
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

২১
সেক্টর প্রকল্প

১৭
আপিলিং অংশীদার

১৫
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. সময়মত ও যথাযথভাবে সেবা প্রদানের জন্য ক্যাম্প স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)
২. যুক্তিযুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক সাইট পরিকল্পনার মাধ্যমে জীবন ধারণের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করার পক্ষে কাজ করা, ফিডব্যাক মেকানিজমের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের প্রসার ঘটানো এবং পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ ও সাইট রক্ষণাবেক্ষণ উদ্যোগের পক্ষে কাজ করা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৪)
৩. জরুরি পরিস্থিতির প্রস্তুতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়াদান কার্যক্রম নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে ইকোসিস্টেম রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করা। (এসও ২, এসও৩, এসও৪, এসও৫)
৪. দুর্যোগ ও হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ পরবিারগুলোর জন্য জীবন রক্ষাকারী জরুরি আশ্রয়/এনএফআই প্রদান। (এসও ৩, এসও ৫)
৫. শারীরিক ও সুরক্ষাজনিত ঝুঁকি কমাতে রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর (ক্যাম্পের আশপোশে থাকা) জন্য নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করা (এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)

সাড়াদান কৌশল

সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন (এসএমএসডি), শেল্টার ও নন-ফুড আইটমে (এনএফআই) সেক্টর স্বভাবতই একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। আইওএম ও ইউএনএইচসিআর-এর যৌথ নেতৃত্বে ২০২৩ সালে দুইটি সেক্টর একীভূত হয়, এই দুটি সংস্থার যৌথ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুসরনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিত করা হবে। জলবায়ু পরিবতন মানিয়ে নিয়ে সমন্বিত জরুরি প্রস্তুতি আরও জোরদার এবং সাড়াদান নিশ্চিত করতে (ইপিআর) ক্যাম্প পরিকল্পনার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মাসিক মনিটরিং, ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার ন্যূনতম মান ঠিক রাখতে ও ক্যাম্প সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্যাম্প সেবা প্রাপ্তির উন্নয়ন করা হবে।

বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানোর জন্য ব্যবহৃত কমিউনিটি গ্রুপ, ফিডব্যাক পদ্ধতি ও মোবাইল সার্ভিস এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহনে কমিউনিটিকে আরও বেশি করে সংযুক্ত করা হবে। ক্যাম্পের অবকাঠামো কার্যকর করতে ও সঠিক ব্যয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে সরকারি ও মানবিক কমীদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। সম্ভব হলে সাইট উন্নয়ন ২০২২ এর ওয়াকস ক্যাটালগ এবং ধরন অনুযায়ী সমাধান এর বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। সরকারের সাথে সহযোগিতা শক্তিশালীকরন ক্যাম্প পর্যায়ের ইপিআর ও দুর্যোগ হ্রাস নিশ্চিত করবে।
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর জন্য সময়মত জরুরি আশ্রয় সহায়তা প্রদান ও নন-ফুড মেটেরিয়াল/সরন্জাম বিতরন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উচু স্থানে আগাম আশ্রয়স্থল তৈরি করে রাখা ও নন-ফুড মেটেরিয়ালের সংস্থান রাখা বড় আকারের দুর্যোগ সাড়াদানের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করবে। সেক্টরের অগ্রাধিকার আশ্রয়নের জন্য কম খরচে রক্ষনাবেক্ষন করার মত আবহাওয়া সহনশীল মেটেরিয়াল-এর পরিবেশগত দিক ও বাজারে এ সংক্রান্ত প্রভাব নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে।

জ্বালানী সাশ্রয়ী রান্নার সামগ্রী ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষনের সুযোগ রাখার পাশাপাশি রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএম-রা যাতে নন-ফুড আইটেম বিতরন ও তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এর উপর নির্ভর করতে পারে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিন-চার বছরের জীবনীকাল থাকার কারনে সোলার ল্যাম্পের বিতরন প্রয়োজন হতে পারে, ল্যাম্প সংস্কার/ঠিক ঠাক করার সুযোগ রেখে।
ক্যাম্পের আশেপাশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৫ শতাংশ ঝুঁকি নিরূপন ও ইপিআর পরিকল্পনা দ্বারা লাভবান হবে। ৫,৯৯৫ টি স্থানীয় পরিবারের মধ্যে শেল্টার ও নন-ফুড আইটেম সহায়তা পরিকল্পনার মধ্যে শেল্টার সংস্কার ও নির্মাণ, পরিবারগুলোর জন্য আলোর ব্যবস্থা ও এলপিজি রি-ফিল অন্তর্ভুক্ত।

অংশীদাররা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ও এর বাস্তবায়নসহ সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে প্রান্তিক গ্রুপ যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তরুন ও নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি
৬৮.৫মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা
১.৪৪মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী
১.০৪মি.

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

১৩৪,৪৭৫
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

০৭
সেক্টর প্রকল্প

০৭
আপিলিং অংশীদার

১৫
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ
বাংলাদেশ সরকার: শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি),

শেল্টার ও নন-ফুড আইটেমস

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ৯২.২মি

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা
১.৪৪মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী
৯৪৫,২৪৭

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

৪২,৪৪৯
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

১৪
সেক্টর প্রকল্প

১৪
আপিলিং অংশীদার

০৪
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ
বাংলাদেশ সরকার: শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি),

সেক্টর লিড এজেন্সি: আইওএম/ইউএনএইচসি

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. খাওয়ার জন্য ও গৃহস্থালির কাজে নিয়মিতভাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ও ন্যায্যভাবে নিরাপদ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)
২. পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে যাতে কঠিন বর্জ্যর নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও ডিসপোজাল সম্ভব হয়। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৪)
৩. সংক্রামক ব্যাধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে জন-সংশ্লিষ্টতা ও হাইজিন আইটেম বিতরনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা ইস্যুর পরিবর্তন প্রবনতা নিশ্চিত করা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

৭৮.৮মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

১.২৮মি.

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

১.২০মি.

৯০২,৭৯৮
রোহিঙ্গা শরণার্থী

২৯৩,৭২৬
বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

২০
সেক্টর প্রকল্প

২০
আপিলিং অংশীদার

১৫
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

সেক্টর লিড এজেন্সি: ইউনিসেফ

সাড়াদান কৌশল

সাম্প্রতিককালে, ওয়াশ অংশীদারদের সাথে নিয়ে নেওয়া সরকারের উদ্যোগের ফলে ৮৫ শতাংশ রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন তাদের পরিবারের পানির চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ৯৩ শতাংশ পয়:নিস্কাশন পদ্ধতি কার্যকর বলে জানা গেছে। বতমানে মাত্র ৮৫ শতাংশ বর্জ প্রসেস হয়ে থাকে, ফলে পরিচ্ছন্নতা ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নানামুখি চ্যালেন্জ রয়ে গেছে। এই সেক্টর প্লাস্টিকের বদলে পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প উপকরন ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে।

২০২৩ সালে ওয়াশ সেক্টরের কৌশলগত লক্ষ্য হল চলমান ওয়াশ সেবা স্বল্প খরচে পরিচালনা ও সংস্কার। অবকাঠামো সুবিধার আওতায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জন-সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে মানসম্মত পানি ও পয়:নিস্কাশন সুবিধা প্রদান হবে এই সেক্টরের মূল লক্ষ্য। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামন্জস্য রেখে এই সেক্টর মানসম্মত ও সবার জন্য সমান ওয়াশ সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।
রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-এর আশ্রয় দেওয়ার কারনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করার সময় ওয়াশের নেতিবাচক নির্ণায়ক (উদাহরণ: মানসম্মত পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা) বিবেচনায় নেওয়া হবে।

রোগ ছড়িয়ে পড়াসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনস্বাস্থ্য ঝুকি প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ওয়াশ সেক্টর জলবায়ু ইস্যু, লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধীদের বিষয় বিবেচনায় নেবে।

সমন্বয়

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. সুরক্ষা ও সমাধানকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে একটি কার্যকর সাড়াদান কার্যক্রম নিশ্চিত করতে নেতৃত্ব ও সমন্বয়ে সহযোগিতা করা।
২. প্রেক্ষাপট, চাহিদা, অগ্রাধিকার, সাড়াদানের অগ্রগতি ও ঘাটতি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণার বিকাশ এবং ক্রস কাটিং ইস্যুতে একটি সমন্বিত ও মাল্টি সেক্টর পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
৩. অ্যাডভোকেসি ও রিসোর্স মোবিলাইজেশন প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে একটি কার্যকর ও পর্যাপ্ত সম্পদ সমৃদ্ধ সাড়াদান কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো।
৪. সব ধরনের মানবিক উদ্যোগ এর সমন্বয় জোরদার করা যাতে প্রকল্প কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায় ও কাজের সমন্বয়কে উৎসাহিত করা যায়।
৫. বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামো ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য তৈরি নির্দেশিকা অনুসরন করা যায়।

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ১১.৩মি.

লক্ষিত সংস্থা

১১৬

০১
Sector Project

১১
আপিলিং অংশীদার

যোগাযোগ

যোগাযোগ

বাংলাদেশ সরকার: শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি), জেলা প্রশাসক (ডিসি)

আন্ত:সেক্টর সমন্বয় গ্রুপ (আইএসসিজি)

সাড়াদান কৌশল

মানবিক কমিউনিটির মধ্যে সমন্বয় পদ্ধতি ও জবাবদহিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রটেকশন ফ্রম সেক্সুয়াল একসপ্লোইটেশন এন্ড এবিউজ (পিএসইএ) নেটওয়ার্ক এর সদস্য হওয়া সকল জেআরপি সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক। ক্রস সেক্টরিয়াল পলিসি ও গাইডলাইন ২০২২ সালে প্রকাশিত হয় যেমন পিএসইএ স্ট্যান্ডাড অপারেটিং প্রসিডিউর, রেশনালাইজেশন প্রিন্সিপাল, মাল্টি হ্যাজার্ড রেসপন্স প্ল্যান ও ভলান্টিয়ার গাইডলাইন।

বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে এবং আরআরআরসি ও ডিসির নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে আইএসসিজি সচিবালয় মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের সামগ্রিক কাঠামোতে সহযোগিতা-প্রদান করবে এবং এই সাড়াদান কার্যক্রমের সুসঙ্গতি ও ঐক্য নিশ্চিত করবে। ঢাকায় থাকা এসইজি সহ-সভাপতিবৃন্দের নেতৃত্বে আইএসসিজি সচিবালয় সেক্টরগুলোর কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে এবং ইন্টার-সেক্টর সভা, রিফিউজি অপারেশন এন্ড কোরডিনেশন টিম (আরওসিটি) ও স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ (এসইজি) গুলোর মধ্যে স্বচ্ছ ও কৌশলগত সংযোগ স্থাপন করবে। সেক্টর লিড এজেন্সি সেক্টর সমন্বয়কারীদের নিয়োগ দেবে এবং নিরপেক্ষভাবে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। আইএসসিজি সচিবালয় মূল্যায়ন থেকে শুরু করে কৌশলগত পরিকল্পনা, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, মনিটরিং ও কার্যকর রিপোর্টিং বা প্রতিবেদন তৈরিসহ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। এটি আরও নিশ্চিত করবে যে, ক্রস কাটিং ইস্যুতে শরনাথী সাড়াদান ও বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় যেন বিবেচনায় নেওয়া হয়।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে জে-এমএসএনএ, আরইভিএ ও রিজিলিয়েন্স ইনডক্সে পরিমাপ ও বিশ্লেষন-যা আরআরআরসি এর কাযালয়ের সাথে সমন্বয় করে গৃহীত হবে। আইএসসিজি সচিবালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা, বহি:যোগাযোগ ও জনসংযোগ সেবা প্রদান করবে। এটি জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান ও পিএসইএ-সহ মাঠ পযায়ে ও বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় সহায়তা প্রদান করবে। ক্রস সেক্টরিয়াল সহযোগিতার মাধ্যমে এসইএ প্রতিরোধে মানবিক সহায়তাগোষ্ঠী কতৃক গৃহীত ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে এবং নিরাপদ প্রতিবেদন প্রাপ্তি ও ফলো-আপ মেকানিজম, স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য অনুসন্ধান ও সারভাইভারদের জন্য যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।

ভাসান চরে সাড়াদান কৌশল ও আর্থিক চাহিদা

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার ভাসান চরে অবকাঠামো তৈরি করেছে এবং মানবিক সহায়তাগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করে থাকে যাতে তারা রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএম-দের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করতে পারে। ভাসান চরের চলমান ও ভবিষ্যত উদ্যোগ বাস্তবায়নে সাধারণ ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআর (জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর পক্ষে) ২০২১ সালের ৯ অক্টোবর একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে যার ভিত্তি হল সুরক্ষা ও মানবিক নীতি। এই সমঝোতা স্মারকের যৌথ অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য: ভাসান চরে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য কাজ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে কাজ পাওয়া যাবে এমন দক্ষতা উন্নয়ন। এ ছাড়াও সুরক্ষা, আশ্রয়, খাদ্য ও পুষ্টি, পানি, পয়:নিস্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, মিয়ানমারের কারিকুলামে মিয়ানমারের ভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার মত বিষয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৩০,০০০ রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএম-এর ভাসান চরে স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিয়েছে।[১১]

ভাসান চরে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন এর সাড়াদান এর লক্ষ্য হল রোহিঙ্গাদের মানবিক ও সুরক্ষা চাহিদা পূরণ করা। ভাসান চরে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-সাড়াদান এর উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান, যারা মানবিক সাড়াদানের সামগ্রিক কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকার ভাসান চর ও কক্সবাজারে বসবাসরত রোহিঙ্গা/এফডিএম-দের সেবার সমমান রক্ষা ও সেবাদানে সর্বোচ্চ শক্তি বিনিয়োগ করবে।

সমঝোতা স্মারকের অঙ্গীকার অনুযায়ী, সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএম-দের প্রয়োজনমতো ভাসান চর থেকে কক্সবাজার অথবা কক্সবাজার থেকে ভাসান চরে স্বেচ্ছায় স্থানান্তর নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। মানবিক গোষ্ঠী যখন যেখানে যা প্রয়োজন-এই ভিত্তিতে জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি সম্ভাবনা কমাতে কাজ করবে। এছাড়াও, সাড়াদান এর উদ্দেশ্য বিশ্বাসযোগ্যতা, স্থায়ীত্ব ও ভাসান চরের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা দেওয়া যাতে চরে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও পেশাগত সম্ভাবনা তৈরির মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

Figure 3: Financial requireমি.ents by Sector for the Bhasan Char Response

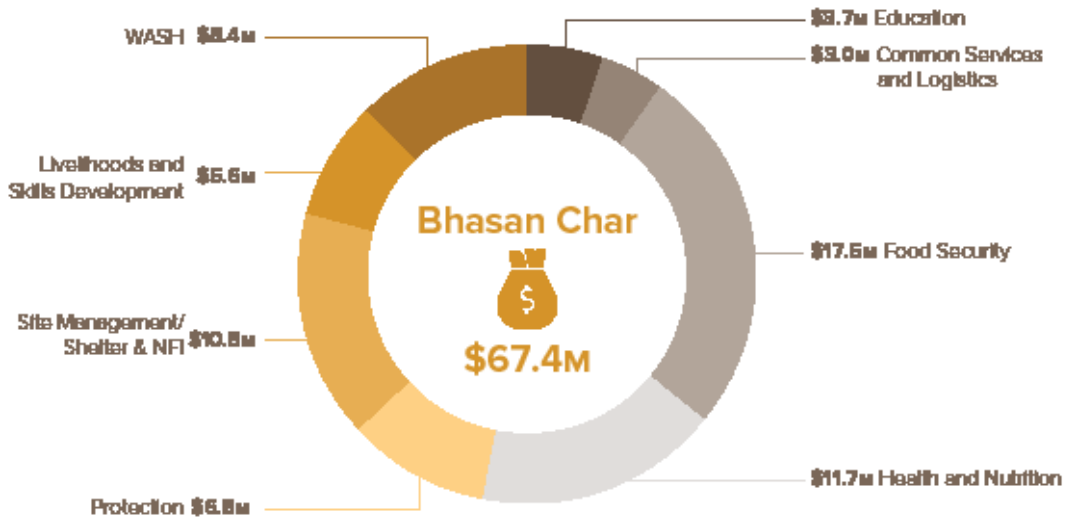

১১. বাংলাদেশ সরকার মোট ১০০,০০০ রোহিঙ্গা শরনাথী/এফডিএমএন-কে ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ ভাসান চরে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করেছে। এই জেআরপি ৭৫,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী /এফডিএমএন-কে ভাসান চরে সহযোগিতা দিতে আহবান করছে। প্রয়োজন হলে রোহিঙ্গা শরণার্থী /এফডিএমএন-দের প্রকৃত সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এ আহবানের সাথে সমন্বয় করা হবে।

সাধারণ সেবা ও লজিস্টিকস

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, যথাযথ ব্যয় এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমাতে মানবিক সহায়তাকারীদের মধ্যে সক্ষমতা, লজিস্টিক্স সুবিধা ও সাধারন সেবাসমূহের বিনিময়। (এসও৩, এসও৫)
২. মানবিক সহায়তাকারীদের জন্য ডেটা সংযোগ সেবা অব্যাহত রাখা। (এসও৩)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ৩.০মি.

লক্ষিত সংস্থা

২৯

০১
সেক্টর প্রকল্প

০১
আপিলিং অংশীদার

সাড়াদান কৌশল:

এই সেক্টর বিদ্যমান বাণিজ্যিক সেবা ব্যবহার করে সরকারি কার্গো শিপমেন্টে সহযোগিতা করবে, মানবিক সহায়তাকর্মীদের চরে যাওয়া-আসায় সহযোগিতা করবে এবং বাণিজ্যিক সেবাদানকারীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি যাত্রী পরিবহণের জন্য সরকারি পরিসেবার ব্যবহার অব্যাহত রাখবে। জরুরি পরিস্থিতিতে এই জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নেওয়ার অনুমোদন সহজ করতে সরকারি কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত করা হবে। এই সেক্টর ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকবে, যেখানে এর কাজ হবে প্রতিদিনের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, দ্রব্যসামগ্রী গ্রহনের সময়সীমার সমন্বয় এবং দ্বীপে ও দ্বীপের ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টে কার্গো শিপমেন্ট কার্যক্রম সমন্বয় করা সহ সকল এজেন্সির জন্য স্টোরেজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা। এই সেক্টরটি ডেটা সংযোগ স্থাপন ও তা উন্নত করা এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

শিক্ষা

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. বিশেষ করে মিয়ানমার ভাষায় মিয়ানমার কারিকুলাম প্রচলনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন শিশুদেরকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান। (এসও১, এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)
২. মেয়েদের শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৩, এসও ৪)
৩. শিক্ষা সেবা প্রদান এবং মনিটরিং ও মতবিনিময় ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে শিক্ষক ও শিক্ষা সেক্টরের অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ৩.৭মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

২৫,৫০৫

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

২৫,৫০৫

২৫,৫০৫
রোহিঙ্গা শরণার্থী

০৭
সেক্টর প্রকল্প

০৭
আপিলিং অংশীদার

০৩
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

সাড়াদান কৌশল:

মিয়ানমার ভাষায় মিয়ানমার কারিকুলামে নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সহজলভ্য করতে এ সেক্টর কাজ করে যাবে। শিক্ষা ও শিক্ষনে সহায়তা দিতে মিয়ানমার কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তকসহ শিক্ষা উপকরন বিতরন করা হবে। স্কুলের বাইরে থাকা ১৫-১৮ বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি ছাড়াও ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-শৈশব শিক্ষা প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা সেক্টর ভর্তি, উপস্থিতি, ও ঝরে পড়া প্রান্তিক শিশুদের ধরে রাখতে নির্দিষ্ট কৌশল প্রনয়নে সহায়তা করবে।

এর মধ্যে রয়েছে শিশু ও তাদের পরিবারগুলোকে নির্ধারিত সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি শক্তিশালী ইন্টারসেক্টরিয়াল কোলাবোরেশনের মাধ্যমে সুরক্ষা ও জীবিকা এবং দক্ষতা উন্নয়নে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করা। ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা কমাতে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহন বাড়াতে কমিউনিটি সম্পৃক্তকরন ও অংশগ্রহন বাড়ানো হবে।

শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন মিয়ানমার কারিকুলাম বিষয়ে পাঠদানে সহায়ক হবে। সহযোগী কর্মচারী ও শিক্ষকরা কোড অব কন্ডাক্ট, পিএসইএ, শিশু সুরক্ষা, লিঙ্গসমতা, অক্ষমদের যুক্ত করা ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতার মতো ক্রস কাটিং ইস্যুতে সক্ষমতা তৈরির প্রশিক্ষন পাবে। সব লানিং সেন্টারে পিএসইএ সুরক্ষা ও রিপোর্টিং মেকানিজম থাকবে যা সব শিশু পাবে এবং জনগোষ্ঠীর সাথে তৈরি জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা।

খাদ্যনিরাপত্তা

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-দের জন্য সময়মত ও নিয়মিত খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা। (এসও ২, এসও ৩)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

১৭.৫ মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৭৫,০০০

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৭৫,০০০

৭৫,০০০
রোহিঙ্গা শরণার্থী

০১
সেক্টর প্রকল্প

০১
আপিলিং অংশীদার

০২
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

সাড়াদান কৌশল

এই সেক্টর রোহিঙ্গা শরনার্থী/এফডিএমএন-দের জন্য স্থাপিত লার্নিং সেন্টারে শিশুদের পুষ্টিকর বিস্কুটসহ জীবন রক্ষাকারী খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। কক্সবাজাররে মতো ইলেকট্রনিক ভাউচার ট্রান্সফারের মাধ্যমে এই সেক্টর তাজা শাকসবজি ও আরও নানা ধরনের খাবার-দাবার পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করবে। এই সেক্টর সাধারন সেবা ও লজিষ্টিক সেক্টরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থালি জিনিষপত্র (ফুড ও নন-ফুড) সরবরাহ করবে।

অগ্রাধিকারের বিষয় মাথায় রেখে সঠিকভাবে ভবিষ্যত কর্মসূচি প্রনয়নে এই সেক্টর ফিডব্যাক ও বিতরন পরবর্তী মনিটরিং মেকানিজম উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. রোগব্যাধি সংক্রমণ ও অন্যান্য বিপর্যয় প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও সাড়াদানসহ ভাসান চরে ন্যায্যভাবে প্রয়োজনীয় প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান উন্নত করা। (এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)
২. ভাসান চরে পাঁচ বছরের কম বয়সী সকল ছেলে ও মেয়ে, কিশোরী মেয়ে এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীর জন্য জীবন রক্ষাকারী, জেন্ডার সংবেদনশীল এবং অন্তর্ভুক্তি, নিরাময় ও প্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় পুষ্টি সেবা এবং মা ও শিশুর জন্য পরামর্শ অনুসারে খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করা। (এসও ২, এসও ৩)
৩. ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে ভাসান চরে বসবাসরতদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের প্রসার ঘটানো। (এসও ১, এসও ৩, এসও ৪, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ১১.৭মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৭৫,০০০

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৭৫,০০০

৭৫,০০০
রোহিঙ্গা শরণার্থী

০৮
সেক্টর প্রকল্প

০৮
আপিলিং অংশীদার

০৫
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

সাড়াদান কৌশল

এই সেক্টর স্থানীয় ও ছোঁয়াচে রোগ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, ক্লিনিক্যাল স্বাস্থ্য, ধর্ষণ ও অসংক্রামক ব্যাধির ব্যবস্থাপনাসহ (টিউবারকিউলোসিস ও এইচআইভি) সমন্বিত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের সিডিউল অনুযায়ী ভ্যাকসিনেশন সার্ভিস প্রদান করা হবে ও সম্পূরক ইমুউনিজেশন কার্যক্রমে চালানো হবে। প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সাভিস ও কমিউনিটি পযায়ে সমন্বিত মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোদৈহিক সহায়তা সেবা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

প্রয়োজনীয় সমন্বিত পুষ্টি সেবা প্রদানের পাশাপাশি এই সেক্টর স্বাস্থ্য সুবিধা জোরদার করবে এবং এসব সেবা প্রদানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়কে সহযোগিতা করবে। শিশু, বয়স্ক এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারীদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিরোধকারী ও স্বাস্থ্যসম্মত ও সুস্থ থাকার উপযোগী পুষ্টি কর্মসূচি প্রদান করা হবে। এতে মারাত্নক অপুষ্টির শিকার, মাইক্রোনিউট্রেন্টে সাপ্লিমেন্ট, ঝুঁকিতে থাকা মা ও শিশুর কমিউনিটি ব্যবস্থাপনা এবং সম্পূরক ফিডিং অন্তভুক্ত থাকবে। স্বাস্থ্য সুবিধা বিষয়ক মাসিক সভার মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে অংশীদাররা ফিডব্যাক পেতে শরণার্থীদের যুক্ত করবে। শরনার্থী সেচ্ছাসেবকদের যুক্ত করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাড়াদান প্রক্রিয়া কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি সেবা প্রদান করে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করবে। স্বাস্থ্য তথ্য পদ্ধতি চলমান থাকবে এবং সংক্রামক রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে নজরদারি জারি রাখতে হবে যাতে দ্রুত সাড়াদান করা যায়।

সংক্রামক রোগ ও পানিবাহিত ডায়রিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা শক্তশালী করে সাড়াদান সক্ষমতা তৈরির বিষয় অগ্রাধিকার পাবে। চর এলাকায় সহজলভ্য নয় এমন রোগের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরনাথীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি স্বাস্থ্যকন্দ্রে রেফার করা হবে। নিয়মিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত কৌশল বাস্তবায়নে এই সেক্টর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অংশীদারদের সাথে সমন্বয় অব্যাহত রেখে কাজ করে যাব।

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন-দেরকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন এবং মিয়ানমার সমাজব্যবস্থায় পুনরায় যুক্ত করার জন্য প্রস্তুত করতে দক্ষতা বৃদ্ধি ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরনে রাখাইন রাজ্যে থাকা সুযোগ-সুবিধার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং জীবিকার সুযোগ তৈরি। (এসও ১, এসও ২, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ৫.৬মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৩২,২৩৬

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৩২,২৩৬

৭৫,০০০
রোহিঙ্গা শরণার্থী

১০
সেক্টর প্রকল্প

১০
আপিলিং অংশীদার

০৪
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

সাড়াদান কৌশল

বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলায় জীবিকার জন্য কোনটি প্রয়োজনীয় কাজ তা দক্ষতা উন্নয়ন ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে এই সেক্টর অবহিত হতে পারব। সেক্টরটি চারটি স্তম্ভের উপর গুরুত্ব প্রদান করবে।

ক) স্বেচ্ছায় ও স্থায়ীভাবে প্রত্যাবাসন এবং মিয়ানমারের সমাজব্যবস্থায় পুনরায় সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তুত করতে মিয়ানমারে থাকা সুযোগ- সুবিধার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রোহিঙ্গাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;

খ) জীবিকার সুযোগের পাশাপাশি ভাতা প্রদান

গ) গৃহস্থালি পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা যেমন শাকসবজির বাগান করা, চরের নির্ধারিত এলাকায় মাছ ধরা, পোল্ট্রি ও পশুপালন; এবং

ঘ) ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ

ব্যবসা বানিজ্য ও ছোট আকারের উৎপাদন কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য সরকাররে সাথে পরামর্শক্রমে এ সেক্টর বাজার সংযোগ তৈরি করার উপর জোর দেবে।

১২. ২০২২ সালের আগস্ট মাসে দক্ষতা উন্নয়ন ফ্রেমওয়ার্ক ন্যাশনাল টাস্কফোর্স কতৃক অনুমোদিত হয়।

সুরক্ষা

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) অব্যাহত যৌথ নিবন্ধন ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমসহ কার্যকর ও লক্ষিত অন্যান্য সুরক্ষা সেবা প্রদান। (এসও ১), এসও ২, এসও ৩)
২. সাড়াদান কার্যক্রমে একটি কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতির প্রচলন করা, কমিউনিটি সুরক্ষা কৌশলের পক্ষে কাজ করা এবং বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, ঝুঁকিতে থাকা নারী ও শিশুদের জন্য যথাযথ বিশেষায়িত সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা। এর লক্ষ্য হল ঝুঁকি কমানো এবং মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া ও সেই সমাজে পুনরায় যুক্ত হওয়ার সক্ষমতা তৈরির জন্য জনগোষ্ঠীর সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা। (এসও ১ এসও ২, এসও ৫)
৩. নির্যাতন, অবহেলা, সহিংসতা, অত্যাচার ও চরম মানসিক পীড়ার প্রাণঘাতী ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক ব্যক্তিসহ ছেলে ও মেয়েদের জন্য সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত এবং জেন্ডার ও পঙ্গু সংবেদনশীল সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করা। (এসও ১, এসও ২, এসও ৩)
৪. প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দেওয়া, জিবিভি ঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রশমন এবং জিবিভি সারভাইভারদের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সারভাইভার-কেন্দ্রিক সেবা বৃদ্ধি করা। (এসও ২, এসও ৩)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ৬.৮ মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৭৫,০০০

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৭৫,০০০

৭৫,০০০
রোহিঙ্গা শরণার্থী

০৪
সেক্টর প্রকল্প

০৪
আপিলিং অংশীদার

০৫
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

সাড়াদান কৌশল

আরআরআরসি কার্যালয়ের সহযোগিতায় সেক্টরটি রোহিঙ্গা শরণার্থী এফডিএমএন-দের জন্য কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ করবে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিভিন্ন সেবা প্রদান, পৃথক কেইস ম্যানেজমেন্ট, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এবং একটি কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতি। যথাসময়ে মাল্টি-সেক্টরাল সেবা নিশ্চিত করতে নিবন্ধন কেন্দ্র রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডি এমএন-দের হালনাগাদ কাগজপত্র ও ডেটা সংরক্ষণ করবে। সুরক্ষা ঝুঁকি ও চাহিদা শনাক্ত করতে ও সেগুলো নিয়ে কাজ করতে এবং কার্যক্রম পরিচালনাকারীদেরকে তা জানাতে সেক্টরটি সুরক্ষা মনিটরিং পরিচালনা করবে। একটি কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে নারী ও কিশোরী মেয়ে সহ অন্যান্য রোহিঙ্গা শরণার্থী/ এফডিএমএন-দের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

মনোসামাজিক সহযোগিতা ও শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে শিশু সুরক্ষা ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও এতে সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। মিয়ানমার ভাষায় ও মিয়ানমার কারিকুলামে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করতে সেক্টরটি কিশোর-কিশোরীদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য কাজ করবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাল্টি-সেক্টরাল, সমন্বিত ও সারভাইভার কেন্দ্রিক জিবিভি সাড়াদান সেবা চালু করা হবে। নারী ও কিশোরী মেয়েদেরকে নিরাপদ পরিবেশে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি, জিবিভি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রতিরোধের জন্য একটি কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। এসইএ-তে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মানবিক সহায়তাকারীরা একটি সারভাইভার কেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এসইএ-এর ঝুঁকি ও ঘটনা প্রতিরোধ, প্রশমন ও এগুলোতে সাড়াদানে নেতৃত্ব দেওয়া ও সকল মানবিক সহায়তা অংশীদারের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে মানবিক সহায়তাকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

সাইট ব্যবস্থাপনা, সাইট উন্নয়ন, আশ্রয় ও নন-ফুড আইটেম

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাসময়ে যথোপযুক্ত মাল্টি-সেক্টরাল সেবা পৌঁছে দিতে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। (এস ও ২, এসও ৩, এসও ৫)
২. বর্তমানে থাকা নিরাপদ ও শোভন জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা, প্রয়োজনীয় এনএফআই বিতরণ এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)
৩. রোহিঙ্গা শরণার্থী/এফডিএমএন পরিবারগুলোকে জীবন রক্ষাকারী জরুরি শেল্টার/এনএফআই সহযোগিতা প্রদান। (এসও ৩, এসও ৫)
৪. দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ও জরুরি প্রস্তুতির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সরকারি কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়। (এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি

১০.৮মি.

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৭৫,০০০

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৭৫,০০০

৭৫,০০০
রোহিঙ্গা শরণার্থী

০৪
সেক্টর প্রকল্প

০৪
আপিলিং অংশীদার

০৫
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

সাড়াদান কৌশল

সরকারের নিবিড় সহযোগিতায় সেক্টরটি কার্যকর সমন্বয় ও সেবা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিঃসরণ কমাতে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি উৎসাহিত করতে ভাসান চরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অনুমোদন দেওয়া হবে।
সাধারণ বিতরণ কর্মসূচি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য লক্ষিত সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে এলপিজি বিতরণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য এনএফআই সহায়তা প্রদান করা হবে। ভাউচার এনএফআই শপ তৈরি উৎসাহিত করা হবে। সরকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি উন্নত করা হবে। জরুরি প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী করতে এবং মনিটরিং, ড্রিল ও সিমুলেশন চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় ত্রান উপকরণ মজুদ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে একটি সমন্বিত সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে সেক্টরটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার জন্য সরকারকে সহযোগিতা করবে। প্রাথমিক জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা ও এতে সাড়াদান সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়লেও সেক্টরটি প্রয়োজনে সময়মত এখানে সহযোগিতা করবে। এই সহযোগিতার মধ্যে থাকবে নির্দেশনামূলক কাগজপত্র তৈরি এবং জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান শক্তিশালী করতে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি।

পানি, পয়:নিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা

অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর লক্ষ্য

১. খাওয়ার ও গৃহস্থালির কাজের জন্য নিয়মিতভাবে, পযাপ্ত পরিমানে ও সমতার ভিত্তিতে নিরাপদ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)
২. নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পয়:নিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করা (এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)
৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় উৎসাহিত করা ও হাইজিন আইটেম বিতরনের মাধ্যমে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে আচরনগত পরিবতন নিশ্চিত করা। (এসও ২, এসও ৩, এসও ৫)

অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তহবিল

ইউএসডি ৮.৪মি

সাহায্য প্রয়োজন এমন জনসংখ্যা

৭৫,০০০

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

৭৫,০০০

৭৫,০০০
রোহিঙ্গা শরণার্থী

০৮
সেক্টর প্রকল্প

০৮
আপিলিং অংশীদার

০৪
বাস্তবায়নকারী অংশীদার

সাড়াদান কৌশল

পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে জরুরি প্রস্তুতি, সাড়াদান ও সহনশীলতা বাড়ানোর উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এই সেক্টর ওয়াশ সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এই সেক্টর গ্রাউন্ড ওয়াটার সরবরারের মান ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মনিটর করবে। দুষণ ও পানি-বাহিত রোগ প্রতিরোধে এই সেক্টর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখবে এবং কঠিন বর্জ্য যেন যথাস্থানে ফেলা হয় তা নিশ্চিত করবে। এই সেক্টর প্রয়োজনীয় সরন্জাম প্রাপ্তিসহ পয়:নিষ্কাশন সুবিধার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আপডেট প্রদান করবে ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সমান ওয়াশ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

হাইজিন বিষয়ে আচরনে পরিবর্তন আনতে ও অংশগ্রহনমূলক মনিটরিং ও ফিডব্যাক মেকানিজম চালু করতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে, এই সেক্টর সৃজনশীল দৃস্টিভঙ্গি গ্রহন এবং কমিউনিটি অংশগ্রহন ও সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে কাজ করে যাবে। এছাড়া, এই সেক্টর অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়াতে তৎপর থাকবে যাতে দীর্ঘমেয়াদি ওয়াশ সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: আপিলিং অংশীদার ও অথনৈতিক উপাত্ত (কক্সবাজার)
পরিশিষ্ট ২: আপিলিং অংশীদার ও অথনৈতিক উপাত্ত (ভাসান চর)
পরিশিষ্ট ৩: ২০২৩ জেআরপি অংশীদার ম্যাটিক্স (কক্সবাজার)
পরিশিষ্ট ৪: ২০২৩ জেআরপি অংশীদার ম্যাটিক্স (ভাসান চর)

পরিশিষ্ট ১:

আপিলিং অংশীদার ও অথনৈতিক উপাত্ত (কক্সবাজার)

শিক্ষা

লক্ষিত জনসংখ্যা	৪৫৭,৬৮৬ ব্যক্তি	৩৭১,৩৯৩ শরনাথী	৮৬,২৯৩ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
এসোসিয়েশন ফর মাস এডভান্সমেন্ট নেটওযাক (আমান)	৬১,৮৯৬
ব্র্যাক	৪,৬৫৫,১৫৩
কারিতাস বাংলাদেশ (কারিতাস)	১৫৫,৪২৮
ডান চাচ এইড (ডিসিএ)	৩৭৭,৯০০
এডুকো	৩৬৭,১১৬
ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)	৬৭৩,২১০
ফ্রেন্ডশিপ	১,৪৬৪,৭০৫
ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)	৫১৭,৭৫০
মুক্তি কক্সবাজার (মুক্তি)	৬৪৮,৩৩২
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল (এনআরসি)	৩,৩২৫,১০৪
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল	১,৮৯৮,৭৬২
রিচিং পিপল ইন নিড (আরপিএন)	১১৫,৪৯৫
সেইভ দ্যা চিলড্রেন (এসসি)	৩,৮১০,৯৩২
সোশ্যাল এজেন্সি ফর ওয়েলফেয়ার এন্ড এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ	১০১,১৪৬
ইউএন এনটিটি ফর জেন্ডার ইকুইটি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন (ইউএন উইমেন)	৩৬৮,০০০
ইউনিসেফ	৩৩,১৯০,০০০
ইউনেস্কো	৯৫০,০০০
ইউএনএইচসিআর	১৪,২০৬,৪৪৫
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	৩,৫০০,০০০
ওয়াল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল	৭৯৮,৯৭২
শিক্ষা মোট	$৭১,১৮৬,৩৪৬

জরুরি টেলিকমিউনিকেশনস

লক্ষিত সংস্থা ১১৬

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
জাতিসংঘ খাদ্য কমসূচি	১,১৫০,০০০
জরুরি টেলিকমিউনিকেশনস মোট ১,১৫০,০০০	$ ১,১৫০,০০০

খাদ্য নিরাপত্তা

লক্ষিত জনসংখ্যা	১২৮,০০০ ব্যক্তি	৯০২,৭৯৮ শরনার্থী	৩৭৬,৫৩০ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার (এসিএফ)	৪৪৮,৭৬৫
আরন্যক ফাউন্ডেশন (এএফ)	১,৪১৯,৩৩৪
এসোসিয়েশন ফর মাস এডভান্সমেন্ট নেটওয়াক (আমান)	১৫৪,৪৭৫
ব্র্যাক	৬,৩৩৩,২৭৯
ক্রিসিয়ান এইড (সিএআইডি)	১১৯,৩২০
কোষ্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (কোস্ট)	১২৫,১৬০
কনসান ওয়াল্ডওয়াইড	২,০৩৪,১৩৭
ফেইথ ইন একশন (এফআইএ)	১৬২,৫৯৭
ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন অব দ্যা ইউনাইটেড নেশনস (ফাও)	৩,৫০০,০০০
ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)	৬৭৬,৪৪৫
হেলভেটাস সুইস ইন্টারকরপোরেশন	৩৪৭,৬০০
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	২,১৭১,৯০৬
মুক্তি কক্সবাজার (মুক্তি)	৩৪০,৫০০
অক্সফাম	৬০১,৪০০
প্ল্যান ইন্টান্যাশনাল (প্ল্যান)	১,৫০০,০০০
সেইভ দ্যা চিলড্রেন (এসসি)	৬২,৫০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)	৮৪১,০৫৬
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	২,৫০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	২০৯,০০০,০০০
ওয়াল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল ((ডব্লিউভিআই)	২,৫০২,৪৫৯
খাদ্য নিরাপত্তা মোট	$২৩৪,৮৪০,৯৩৩

স্বাস্থ্য

লক্ষিত জনসংখ্যা	১৩৩,০০০ ব্যক্তি	৯০২,৭৯৮ শরনাথী	৪৩০,৩২০ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	৪,৫২৪,৯২৪
ফ্রেন্ডশিপ	৬০০,০০০
হিউমানিটি এন্ড ইনক্লুশেন (এইচআই)	২,৪৬৪,৭৩২
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	১৭,০০৬,০২১
ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)	৪,০৩১,৩২৫
মেডগ্লোবাল	৩০০,০০০
পিস উইন্ড জাপান (পিডব্লিউ)	২৬৪,৮২৫
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল (প্ল্যান)	১৭৬,২৫৪
সেইভ দ্যা চিলড্রেন (এসসি)	২,৪৫৮,৪৪২
টেখ দ্যাজ হোম (টিডিএইস)	২৬৪,৩৭৮
ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইউনিসেফ)	১৩,৫৩০,৮০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	২২,০০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	১৮,১৯৮,৯২৫
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)	১১,৫০৬,০০০
স্বাস্থ্য মোট	$৯৭,৩২৫,৬২৬

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন

লক্ষিত জনসংখ্যা	৮৮,৩১২ ব্যক্তি	৫৭,০০৯ শরনাথী	৩১,৩০৩ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা ইউএসডি
অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার (এসিএফ)	৪০৭,৯৫০
অগ্রযাত্রা	৭৪৫,০০০
আরন্যক ফাউন্ডেশন (এএফ)	৬৪২,৭৭৪
এসোসিয়েশন ফর মাস এডভান্সমেন্ট নেটওয়াক (আমান)	২০৭,০০০
ব্র্যাক	২,০২৫,৫২৫
কারিতাস বাংলাদেশ (কারিতাস)	১৫০,০০০
ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি)	৪১৫,০০০
এডুকো-ফনডাশিও এডুকাশিও কোপেরেশিও	৭৫৬,৮৩৫
ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)	১৭০,২৯৩
হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল (এইচএআই)	৯৭৯,২৬৮

হেলভেটাস সুইস ইন্টারকরপোরেশন	৬৩১,৩৯০
হিউমেনিটেরিয়ান অ্যাসিসটেন্স প্রোগ্রাম (এইচএপি)	৭৯৮,০০০
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৩,৩৯৮,৭১৫
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল (এনআরসি)	১,৩৩২,০০০
অক্সফাম	৫৬৩,০০০
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল (প্ল্যান)	১,৬১০,০০০
প্রান্তিক উন্নয়ন সোসাইটি (প্রান্তিক)	৩১৫,১৫০
আরডিআরএস বাংলাদেশ (আরডিআরএস)	৩২৫,৯৩৪
সেইভ দ্যা চিলড্রেন (এসসি)	৪৭,৬৭০
সোশাল এজেন্সি ফর ওয়েলফেয়ার এন্ড এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (এসএডব্লিউএবি)	৯৪,৭২০
ইউএন এনটিটি ফর জেন্ডার ইকুইটি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন (ইউএন উইমেন)	৬৫০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)	১,০৩০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	১৪,৫০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	১,০৫১,৯৫২
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	২,৯৩৭,৭৭১
ওয়াল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল (ডব্লিউভিআই)	৭৮০,০০০
জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন মোট	$৩৬,৫৬৫,৯৪৭

পুষ্টি

লক্ষিত জনসংখ্যা	৩৮৮,২১৩ ব্যক্তি	২৮২,৪৩২ শরনাথী	১০৫,৭৮১ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
অ্যাকশন এগেইনষ্ট হাঙ্গার (এসিএফ)	১,৪০৯,৩৩২
ব্র্যাক	৩৩৭,৫৭৭
সেইভ দ্যা চিলড্রেন (এসসি)	১৫৬,৫০০
ইউনাইটেড নেশনসস চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)	১০,৩৫০,১২০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৩,৩০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	২৪,৪৯০,৭৬৮
পুষ্টি মোট	$৪০,০৪৪,২৯৭

সুরক্ষা

লক্ষিত জনসংখ্যা	১.০৮মিলিয়ন ব্যক্তি	৯০২,৭৯৮ শরনাথী	১৭৩,৪৪১ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	৫৩০,২৮৪
কারিতাস বাংলাদেশ	২১৬,৩৯৪
সিবিএম গ্লোবাল ডিজাবিলিটি ইনক্লুশন (সিবিএমজি)	২০৭,০০০
ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি)	৭৩০,৪৪০
ডয়েশে ওয়েলথুনজেরহিলফে	৪২৫,৯৬৮
হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল (এইচএআই)	৯৯৯,৪২৮
হিউমানিটি এন্ড ইনক্লুশন (এইচআই)	৩,৩২৯,৩৭৪
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৩,৩৭৮,২৪৯
ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)	৯৬০,০৬৬
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল (এনআরসি)	১,১৫০,০০০
অক্সফাম	২৬৮,৬১৩
ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)	৮০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	১৯,০০০,০০৯
সুরক্ষা মোট	$৩১,৯৯৫,৮২৫

শিশু সুরক্ষা

লক্ষিত জনসংখ্যা	৭৬১,৬৯৫ ব্যক্তি	৫৯৩,৯৬৪ শরনাথী	১৬৭,৭৩১ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	২,০৩১,৯৫০
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৮৫৮,৪৪০
ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)	৭৫১,৭১৪
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল (প্ল্যান)	১,৫৮৮,৬৬২
সেইভ দ্যা চিলড্রেন (এসসি)	৩,৮২১,৭১২
টেখ দেজ হোম (টিডিএইচ)	৪২৯,৬৩৭
ইউনাইটেড নেশনসস চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)	৬,১৮৪,৬৫২
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৪,৭২৫,০০০
শিশু সুরক্ষা মোট	$২০,৩৯১,৭৬৭

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা

লক্ষিত জনসংখ্যা	৭৫৭,১৫০ ব্যক্তি	৫৯৮,৫১৫ শরনার্থী	১৫৮,৬৩৫ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	৭২১,২৪৯
কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল	৭৫৬,৫৪০
কারিতাস বাংলাদেশ (কারিতাস)	১১০,৮৭৬
ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি)	৪৭০,০০০
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	২,৪৮৩,৬৫৪
ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)	১,১৩৯,৬৩৩
ইউনাইটেড নেশনসস চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)	২,০৪৮,৫০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৪,৫০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	১২,০০০,০০০
লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোট	$২৪,২৩০,৪৫২

সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন

লক্ষিত জনসংখ্যা	১.০৪ মিলিয়ন ব্যক্তি	৯০২,৭৯৮ শরনার্থী	১৩৪,৪৭৫ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	৪১২,১৪৮
ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন অব দ্যা ইউনাইটেড নেশনস (ফাও)	১,২০০,০০০
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৩৩,৭০৯,৮৫৩
নাবালক	৫১,৫১৫
ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)	৬৩৩,৯৪৪
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৩০,০০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	২,৪৬২,৭৩৭
সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন মোট	$৬৮,৪৭০,১৯৭

শেল্টার ও নন-ফুড আইটেমস

লক্ষিত জনসংখ্যা	৯৪৫,২৪৭ ব্যক্তি	৯০২,৭৯৮ শরনাথী	৪২,৪৪৯ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
এসোসিয়েশন ফর মাস এডভান্সমেন্ট নেটওযাক (আমান)	১,১৩৫,৯২০
ব্র্যাক	৪,২২৩,৯৯৪
কারিতাস বাংলাদেশ (কারিতাস)	৪,০২৬,৯৮৬
ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি)	১৪১,২৩৩
গ্লোবাল উন্নয়ন সেবা সংস্থা	৬৫৮,০১০
হেস্ক	৫৫৫,৯৭৪
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৪০,০৩১,৯৩২
ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (আইআরডব্লিউ)	১,১৩৩,৯৪৭
মাল্টি সারভ ইন্টারন্যাশনাল (এমএসআই)	৭২৬,৬৪৯
নাবালক	৫৯৩,৪৯৫
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল	৪৮৫,৭০০
সোশ্যাল এজেন্সি ফর ওয়েলফেয়ার এন্ড এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ	১,২৫৯,৬৯৩
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৩৭,০০০,০০০
ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল (ডব্লিউভিআই)	২৫৪,৪০০
শেল্টার এন্ড নন-ফুড আইটেম মোট	$৯২,২২৭,৯৩৩

পানি, পয়:নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা

লক্ষিত জনসংখ্যা	১.২০ মিলিয়ন ব্যক্তি	৯০২,৭৯৮ শরনাথী	২৯৩,৭২৬ স্থানীয় বাংলাদেশি

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
অ্যাকশন এগেইনষ্ট হাঙ্গার (এসিএফ)	১,৪৫৪,৩৩৭
ব্র্যাক	৪,২৪০,০০০
কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল (কেয়ার)	৩৫০,৬০২
কারিতাস বাংলাদেশ (কারিতাস)	৭৪০,৫৫৭
ক্রিষ্টিয়ান এইড	১০২,৭০০
Deutsche Welthungerhilfe (WHH)	৭২৯,২১৩
গ্রীন হিল (জিএইচ)	৫৭৭,০৪৭
হেস্ক	১০৫,৭৭৫
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	১৬,৮৩৮,০৩৬
ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (আইআরডব্লিউ)	৫২৯,৫০৯

নাবালক	৫২৭,০৯৩
এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ	২০৮,৪৮৮
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল	৭০,০০০
অক্সফাম	১,৩৯৪,৪৮৯
সেইভ দ্যা চিলড্রেন	৪৯৭,৭২৩
টেখ দেজ হোম	৩০৪,৯০০
ইউনাইটেড নেশনসস চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)	২১,০৪৪,৪৭৮
ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)	৬৩৪,৪৩৮
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	২৮,০০০,০০০
ওয়াল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল (ডব্লিউভিআই)	৪০৭,০০০
পানি, পয়:নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা মোট	$৭৮,৭৫৬,৩৮৫

সমন্বয়

ORGANISATIONS TARGETED 116

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	৯৬,৩৪৮
ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন অব দ্যা ইউনাইটেড নেশনস (ফাও)	৩৬৬,৯০৯
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৩,৬৭৮,৮২০
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল (প্ল্যান)	৪৬,০৩৪
সেইভ দ্যা চিলড্রেন	১৪৪,২৫৩
ইউএন উইমেন	২৫৫,৬০০
ইউনাইটেড নেশনসস চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)	২,০০০,১৬০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৩,২৯৫,৮১৮
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	৪৫৬,৮২২
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	৪১১,৮৭৫
ওয়াল্ড হেলথ অরগানাইজেশন (হু)	৫৮৩,০০০
সমন্বয় মোট	$১১,৩৩৫,৬৩৯

সর্বমোট (কক্সবাজার) $৮০৮,৫২১,৩৪৭

পরিশিষ্ট ২:

আপিলিং অংশীদার ও অথনৈতিক উপাত্ত (ভাসান চর)

শিক্ষা

PEOPLE TARGETED **25,505** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
একলাব	১৮৯,৮২০
ফ্রেন্ডশিপ	৮০,০০০
ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (আইআরডব্লিউ)	২৭৮,৫৩৫
মুক্তি কক্সবাজার (মুক্তি)	১৪৭,৯৫৮
ইউনাইটেড নেশনসস চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)	১,৩৫৮,২০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	১,৩৫৩,৩৮০
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	২৫০,৭৫০
শিক্ষা মোট	$৩,৬৫৮,৬৪৩

সাধারণ সেবা ও লজিস্টিকস

PEOPLE TARGETED **75,000** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	৩,০০০,০০০
সাধারণ সেবা ও লজিস্টিকস মোট	$৩,০০০,০০০

খাদ্য নিরাপত্তা

PEOPLE TARGETED **25,505** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	১৭,৫০৬,০২৯
খাদ্য নিরাপত্তা মোট	$১৭,৫০৬,০২৯

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

PEOPLE TARGETED **75,000** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	৫৮৭,৬৮৭
হেলথ এন্ড এডুকেশন ফর অল	২১৬,৭০৩
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৯২৪,৭২১
ইউনাইটেড নেশনসস চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)	৫০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৪,৪৫২,৭০৬
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	১,০০০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)	৩,৩০৫,৭১৪
ওয়াল্ড হেলথ অরগানাইজেশন (হু)	৬৭৭,০০০
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মোট	$১১,৬৬৪,৫৩১

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন

PEOPLE TARGETED **25,505** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
একলাব	৪৫৭,২৯৮
ব্র্যাক	৩০৬,৭০০
ইন্টারন্যাশনাল অরগানেইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)	৬৮৯,১০২
ইসলামিক রিলিফ ওয়াল্ডওয়াইড (আইআরডব্লিউ)	১৬২,৭৯২
মুক্তি কক্সবাজার (মুক্তি)	৭১,৩৬১
প্রত্যাশী	৪২৪,৩৯৫
রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর প্রসটিটিউটস এন্ড রুটলেস চিলড্রেন (পিএআরসি)	১৬৩,৩৬৪
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	২,৭৩৬,৮৩০
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	৪০০,০০০
ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল (ডব্লিউভিআই)	২১৪,০০০
জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন মোট	$৫,৬২৫,৮৪২

সুরক্ষা

PEOPLE TARGETED **75,000** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
একলাব	১১২,০৯৮
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	১,৩০০,০০০

ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৩,৬৮০,০০০
ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)	১,৭৩৭,১০৪
সুরক্ষা মোট	$৬,৮২৯,২০২

সাইট ব্যবস্থাপনা, সাইট উন্নয়ন, আশ্রয় ও নন ফুড আইটেম

PEOPLE TARGETED **25,505** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
ব্র্যাক	১,২৬৮,৬৩০
ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (আইআরডব্লিউ)	৪২১,৪৭৭
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	৮,৯০০,০০০
ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল (ডব্লিউভিআই)	১৭০,০০০
সাইট ম্যানেজমেন্ট, শেল্টার মোট	$১০,৭৬০,১০৭

পানি, পয়:নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা

PEOPLE TARGETED **75,000** Refugees

আপিলিং অংশীদার	চাহিদা (ইউএসডি)
একলাব	২৯০,০০০
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসি)	২৬৭,৩৩৩
ব্র্যাক	১,৫৯৬,০৭৬
ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (আইআরডব্লিউ)	৩৮০,৫৩৯
টিয়ার ফান্ড	৯১,৭৬৫
ইউনিসেফ	৩,৬৬৫,৯৫০
ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)	১,৯২৫,০০০
ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল (ডব্লিউভিআই)	১৪৫,০০০
পানি, পয়:নিস্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা	$৮,৩৬১,৬৬৩

সর্বমোট (ভাসান চর) $৬৭,৪০৬,০১৭

ANNEX III:
2023 JRP PARTNER MATRIX (COX'S BAZAR)*

	Partner / Sector	Education	Food Security	Health	LSDS	Nutrition	Protection	CP	GBV	Shelter/NFI	SMSD	WASH	ETS	Coordination	Total Funding Required (USD)
	UN Agencies	Appealing partner** / Implementing partner***													
1	Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)		■								■			■	4,869,409
2	International Organization for Migration (IOM)		■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	123,555,626
3	UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)	■			■/□									■	1,273,600
4	United Nations Children's Fund (UNICEF)	■		■		■		■	■			■		■	88,348,710
5	United Nations Development Programme (UNDP)		■		■		■				■	■			3,939,438
6	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	■													950,000
7	United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	183,027,272
8	United Nations Population Fund (UNFPA)	■		■	■				■					■	35,207,699
9	United Nations World Food Programme (WFP)		■		■	■					■		■	■	240,650,651
10	World Health Organization (WHO)			■										■	12,089,000
	International NGOs	Appealing partner / Implementing partner													
1	Action Contre la Faim/Action Against Hunger (ACF)		■		■	■/□						■/□			3,720,384
2	ActionAid Bangladesh (AAB)				□		□		□		□				-
3	Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED)						□								-
4	Bibliothèques Sans Frontières (BSF)	□									□				-
5	CARE International (CARE)		□			□			■		□	■/□			1,107,142
6	CBM Global Disability Inclusion (CBMG)						■								207,000
7	Christian Aid (CAID)		■									■			222,020
8	Concern Worldwide (CWW)		■			□									2,034,137
9	Cordaid				□										-
10	DanChurchAid (DCA)	■/□							□						377,900
11	Danish Refugee Council (DRC)				■		■		■	■	□				1,756,673
12	Deutsche Welthungerhilfe (WHH)						■					■			1,155,181
13	Educo - Fundación Educación y Cooperación (Educo)	■			■										1,123,951
14	Food for the Hungry (FH)			□											-
15	Good Neighbors Bangladesh (GNBD)							□	□						-
16	HelpAge International (HAI)				■/□		■								1,978,696
17	HELVETAS Swiss Intercooperation (HSI)		■		■						□				978,990
18	Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS)									■		■			661,749
19	HOPE Foundation for Women & Children of Bangladesh (HOPE)			□											-
20	Humanity & Inclusion (HI)	□		■			■/□								5,794,106
21	International Development Enterprises (iDE)											□			-
22	International Rescue Committee (IRC)	■		■/□			■	■	■/□						7,400,488
23	Ipas - Partners for Reproductive Justice (Ipas)			□											-

	Partner / Sector	Education	Food Security	Health	LSDS	Nutrition	Protection	CP	GBV	Shelter/NFI	SMSD	WASH	ETS	Coordination	Total Funding Required (USD)
24	Islamic Relief Worldwide (IRW)									■		■			1,663,456
25	MedGlobal			■											300,000
26	Norwegian Refugee Council (NRC)	■			■		■			■		■			6,362,804
27	Oxfam		■		■		■					■			2,827,502
28	Peace Winds Japan (PWJ)			■											263,825
29	Plan International (Plan)	■	■	■	■	■		■	■					■	6,819,712
30	Relief International (RI)			■		■		■	■						-
31	Room to Read Bangladesh (RtR)	■													-
32	Save the Children (SC)	■	■	■	■	■		■				■		■	10,999,732
33	Terre des Hommes (TdH)			■				■				■			998,915
34	United Purpose (UP)				■										-
35	World Vision International (WVI)	■	■	■	■					■		■			4,742,831
36	Zabai	■			■										-
	Bangladeshi NGOs ■ Appealing partner ■ Implementing partner														
1	Agrajattra				■			■							745,000
2	Ain O Shalish Kendra (ASK)						■								-
3	ANANDO											■			-
4	Aparajeyo Bangladesh (Aparajeyo)							■							-
5	Arannayk Foundation (AF)		■		■										2,062,108
6	Association for Integrated Development-Comilla (Aid-Comilla)								■						-
7	Association for Mass Advancement Network (AMAN)	■	■		■					■					1,559,291
8	Bandhu Social Welfare Society (BSWS)			■											-
9	Bangladesh Institute of Theatre Arts (BITA)		■		■			■							-
10	Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS)								■						-
11	Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA)						■								-
12	Bangla-German Sampreeti (BGS)			■											-
13	BRAC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	30,132,430
14	Breaking the Silence (BTS)							■							-
15	Caritas Bangladesh (Caritas)	■			■		■		■	■	■	■			5,400,241
16	Center for Disability in Development (CDD)			■			■								-
17	Center for Natural Resource Studies (CNRS)		■		■						■				-
18	Centre for Injury Prevention and Research (CIPRB)			■											-
19	Coastal Association for Social Transformation Trust (COAST)	■	■					■							125,160
20	Community Development Centre (CODEC)	■	■		■			■							-
21	Dhaka Community Hospital Trust (DCHT)			■											-
22	Dushtha Shasthya Kendra (DSK)		■									■			-
23	Environment and Social Development Organization (ESDO)					■									-
24	Faith in Action (FIA)		■												162,597

	Partner / Sector	Education	Food Security	Health	LSDS	Nutrition	Protection	CP	GBV	Shelter/NFI	SMSD	WASH	ETS	Coordination	Total Funding Required (USD)
25	Friends in Village Development Bangladesh (FIVDB)	■	■	■	■	■		■	■						1,519,948
26	Friendship	■	■		■	■									2,064,705
27	Gana Unnayan Kendra (GUK)					■				■					-
28	Global Unnayan Seba Sangstha (GUSS)									■					658,010
29	Gonoshasthaya Kendra (GK)				■		■								-
30	Green Hill (GH)											■			577,047
31	Humanitarian Assistance Program (HAP)				■										798,000
32	Jagorani Chakra Foundation (JCF)	■			■										-
33	Mukti Cox's Bazar (Mukti)	■	■	■	■	■		■		■					988,832
34	Multi Serve International (MSI)									■					726,649
35	Nabolok									■	■	■			1,172,103
36	Nari Maitree (NM)								■						-
37	NGO Forum for Public Health (NGOF)				■		■			■	■	■			208,488
38	Nowzuwan										■				-
39	Partners in Health Development (PHD)			■											-
40	Prantic Unnayan Society (Prantic)	■			■										315,150
41	Prottyashi	■	■		■				■						-
42	PULSE Bangladesh (PULSE)								■						-
43	RDRS Bangladesh (RDRS)				■										325,934
44	Reaching People in Need (RPN)	■													115,495
45	Research, Training & Management International (RTMI)			■		■			■						-
46	Resource Integration Centre (RIC)		■		■		■								-
47	Samaj Kallyan O Unnayan Shangstha (SKUS)	■		■	■										-
48	Shushilan		■						■		■	■			-
49	Social Agency for Welfare and Advancement in Bangladesh (SAWAB)	■			■					■					1,455,559
50	Social Assistance and Rehabilitation for the Physically Vulnerable (SARPV)		■			■									-
51	Society for Health Extension and Development (SHED)		■		■	■						■			-
52	Uttaran		■												-
53	Village Education Resource Center (VERC)											■			-
54	Young Power in Social Action (YPSA)	■	■		■		■	■	■						-
	Red Cross/Red Crescent Family ■ Appealing partner ■ Implementing partner														
1	Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS)									■	■				-
	Other Organizations ■ Appealing partner ■ Implementing partner														
1	BARD College (BARD Coll.)	■													-
2	BRAC University (BRAC Uni)	■													-
3	International Centre for Diarrheal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)			■								■			-
4	International Union for Conservation of Nature (IUCN)										■				-

	Partner / Sector	Education	Food Security	Health	LSDS	Nutrition	Protection	CP	GBV	Shelter/NFI	SMSD	WASH	ETS	Coordination	Total Funding Required (USD)
5	MIT D-Lab				■										-
6	Norwegian Geological Institute (NGI)		■								■				-
7	Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)		■								■				-
8	University of Cambridge (Cambridge Uni)	■													-
9	University of Dhaka (DU)											■			-
	Private Company ■ Appealing partner ■ Implementing partner														
1	Environment and Infrastructure Management Solution (EIMS)											■			-
	Grand Total for Cox's Bazar Response														**808,521,347**

* This matrix includes appealing and implementing partners working through the Sectors in Cox's Bazar.
** Appealing Partners represented in the JRP 2023 are organizations raising funds primarily from Member States or countries through the JRP, as part of a Sector responding to the Rohingya refugee response in Bangladesh.
*** Implementing Partners are organizations that receive funding from appealing partners to implement project activities approved and covered by the JRP 2023.

ANNEX IV:
2023 JRP PARTNER MATRIX (BHASAN CHAR)*

	Partner / Sector	Education	Food Security	Health & Nutrition	LSDS	Protection	SM and S-NFI	WASH	Common servs. & logs.	Total Funding Required (USD)
	UN Agencies	■ Appealing partner** ■ Implementing partner***								
1	International Organization for Migration (IOM)			■	■					1,613,823
2	United Nations Children's Fund (UNICEF)	■		■		■		■		6,824,150
3	United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)	■		■	■	■	■	■		23,047,916
4	United Nations Population Fund (UNFPA)	■		■	■	■				3,387,854
5	United Nations World Food Programme (WFP)		■	■					■	23,811,743
6	World Health Organization (WHO)			■						677,000
	International NGOs	■ Appealing partner ■ Implementing partner								
1	Health and Education for All (HAEFA)			■						216,703
2	HELVETAS Swiss Intercooperation (HSI)						■			-
3	Ipas - Partners for Reproductive Justice (Ipas)			■						-
4	Islamic Relief Worldwide (IRW)	■	■		■		■	■		1,243,343
5	Tearfund (TF)							■		91,765
6	World Vision International (WVI)				■		■	■		529,000
	Bangladeshi NGOs	■ Appealing partner ■ Implementing partner								
1	Alliance for Cooperation and Legal Aid Bangladesh (ACLAB)	■			■	■	■	■		1,049,216
2	Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)					■				-
3	BRAC	■		■	■	■	■	■	■	3,759,093
4	Coastal Association for Social Transformation Trust (COAST)							■		-
5	Community Development Centre (CODEC)	■	■			■				-
6	Friendship	■		■			■			80,000
7	Gonoshasthaya Kendra (GK)			■						-
8	Mukti Cox's Bazar (Mukti)	■	■		■	■				219,319
9	NGO Forum for Public Health (NGOF)				■					-
10	Prottyashi				■					424,395
11	Rehabilitation Centre for Prostitutes and Rootless Children (PARC)				■					163,364
12	Research, Training & Management International (RTMI)			■						-
13	Social Assistance and Rehabilitation for the Physically Vulnerable (SARPV)			■						-
	Red Cross/Red Crescent Family	■ Appealing partner ■ Implementing partner								
1	Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS)					■	■	■		267,333

	Partner / Sector	Education	Food Security	Health & Nutrition	LSDS	Protection	SM and S-NFI	WASH	Common servs. & logs.	Total Funding Required (USD)
	Other Organizations (■ Appealing partner ■ Implementing partner)									
1	International Centre for Diarrheal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)							Implementing		-
2	International Union for Conservation of Nature (IUCN)						Implementing			-
3	University of Dhaka (DU)							Implementing		-
	Grand Total for Bhasan Char Response									**67,406,017**

* This matrix includes appealing and implementing partners working through the Sectors in Bhasan Char.
** Appealing Partners represented in the JRP 2023 are organizations raising funds primarily from Member States or countries through the JRP, as part of a Sector responding to the Rohingya refugee response in Bangladesh.
*** Implementing Partners are organizations that receive funding from appealing partners to implement project activities approved and covered by the JRP 2023.

ISCG | INTER SECTOR COORDINATION GROUP

www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh